রজিষ্টার নং৭৭ Rigistered 77. রজিষ্টার নং৭৭

# অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৵, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।৹আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ—২৫এ কাত্তিক—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ৯ই নবেম্বর ১৮৭৬ সাল } ৩৯ সংখ্যা

—:০।০:—

বিজ্ঞাপন।

## অমৃত রস।

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্যাসি হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধী সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগ নাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতি অশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা, দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কা-লের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসাধ রোগও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে এমন কি ক্ষয়, যক্ষা, শুল ও বহুবিধ শীরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ হৃৎকম্প, অম্ল-পিত্ত ও অন্ত্র-শুল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারি জ্বর, উপদংশ, পারদ ঘটিত দাষ মুত্রকৃচ্ছ্র, বহুমুত্র, রক্ত বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃত ও গৃ-হণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিককরো। সুতিকা, প্রদর, মুচ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয় মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃত বৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নি-র্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধ পোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পর-মোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ শাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণে নূতন কয়েক খানি আরোগ্য-সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

ছয় ছটাক শিশির মূল্য ৫৷৹ টাকা। যাহা ১৫ পোনের দিন সেবনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা।
বেনারস।

---

### আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ সন্দেশ আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয়া আমরা চমৎকার হইয়াছি। শুল, পুরাতন ও নূতন হাপানি কাশী, জ্বর, যক্ষ্মা, গ্রহণী এবং স্ত্রীলোকের মূচ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপাকারিতা দৃষ্ট করা গিয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়
জমিদার, ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা
জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জ্বর, প্রদর, অরুচি শরীর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা, হাত্ত, পা, কামডানি, ইত্যাদি নানাপ্রকার পীড়ায়ভ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতি-বাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বমি, অর্শ অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পনের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।
মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

আপনার অমৃত রস নামক মহৌষধীর মহৎ গুণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পরীক্ষায় সুন্দর রূপে হৃদ প্রত্যয় হইয়াছে।

শ্রীঅশুতোষ রায়।
মোং কুডলগাছি, জেলা, নদীয়া।

আপনার প্রেরিত অমৃত রস সেবন করিয়া নানা প্রকার রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, ইহার নিমিত্ত আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে শতং ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীমতিলাল হালদার।
মোং দারজিলিং।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট ব্যাধীগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
মোং বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করাণতে অনেক পরিমাণে রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারীরিক দৌর্ব্ব-ল্যতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আমার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রে
মোং মাতাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সমক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃত রস এই গ্রামে এবং ইহার চতুপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং হবিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাশীন দত্ব অমৃত রস মহৌষধীর গুণ ভুবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটী রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীচৌধুরী প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার।
মোং ডাশবিহা, জেলা, বালেশ্বর

মহাশয়ের ঔষধ আনাইয়া বহুতর ব্যক্তিকে সেবন করানতে প্রায় সকলেরই উপকার হইয়াছে। অতএব কাহাকেও পুরাতন রোগাক্রান্ত দেখিলে আপনার মহৌষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে উপদেশ দিতেছি।

শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
মোং বহুড়ু, মজীলপুর পোঃ আঃ।

আপনার প্রেরিত পত্র দ্বারায় দিনহরি নন্দীর বিষয় সমুদয় অবগত হইলাম। তিনি নিঃসন্দেহ জুয়াচুরি করিয়াছেন, কারণ আমি তাঁহার নিকট হইতে ২৫ শিশি অমৃত রস গ্রহণ করি তন্মধ্যে ২০টী ঔষধ দ্বারায় সকলেরি উপকার হইয়াছে। শেষ কালে যে ৫টি শিশি লইয়া ছিলাম, এবং যাহাতে বাঙ্গালা টিকীট দেওয়া ছিল, তাহা সেবনে কোন উপকার হয় নাই। অতএব এপ্রদেশে নীচ জাতীর কোন ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য ঔষধ প্রদানে কোন আবশ্যক নাই। তবে যদি শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে ঔষধ আনয়ন করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন কবিরাজ
মোং জয়নগর, মজীলপুর।

ইতিপুর্ব্বে শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারায় যে কয়েকটী ঔষধী আনয়ন হইয়াছিল তাহার কোনটীই বিফল হয় নাই, যাকং২হো সেবন করান হইয়াছিল তাঁহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামচাঁদ বিশ্বাস।
মোং ধাউডীড়, জেলা সাহাবাদ।

অপরাধীর যেরূপ সমুচিত দণ্ড হওয়া বিধেয়, উপকারীর প্রতি পুরস্কার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও তদ্রূপ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দেখিলাম অনেকেই মহাশয়ের ঔষধীর আশ্চর্য্য গুণ বর্ণনা করিয়াছেন; অতএব আমি যে কিছুকাল ব্যবহার করিয়া ইহার অসামান্য গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন কেনই বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিব, কেনই বা এই অলোক সামান্য প্রাণদায়িনী ঔষধীর গুণ গরিমা বর্ণনে অগ্রসর না হইব। আমার এক প্রিয়বন্ধুর কিছু কাল হইতে শীরপীড়া ছিল। কোন প্রকার চিকিৎসায় তাহা আরোগ্য হয় নাই। ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিম সাগর তৈল ব্যবহার করান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম হয় নাই, অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া মহাশয়ের সন্যাসী দত্ব ঔষধ ব্যবহার করাতে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত
মোং রায়না ক্লবের সম্পাদক।

আপনার অমৃত রস নামক ঔষধ সেবনে অনেক ব্যক্তি অতিশয় উৎকট রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া উক্ত ঔষধীর উপর আমার একান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

শ্রীকালীধন চক্রবর্ত্তী

মোং কলিকাতা ওলড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

আপনার অনুমতিতে শ্রীমতী মামীঠাকুরানীকে স্নান ও আহারাদী ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় এক্ষণে নন্দ্রাভাব দূর হইয়াছে আপনার ঔষধী সেবন বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় আছেগ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি

মোং ঢাকা।

ইত্যগ্রে যে ঔষধী আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল, তাহা আপনার প্রেরিত নিয়মালির নিয়মানুসারে সেবন করাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।

মোং চুড়ামন।

আপনার অমৃত রস এ প্রদেশে অত্যাদরে গৃহীত হইতেছে। এক্ষণে বহুতর বিক্রয় হইবে। যিনি২ সেবন করিয়াছেন, তাঁহাদের রোগের শান্তি হইয়াছে।

শ্রীমধু সুদন শর্ম্মা।

মোং জিয়াগঞ্জ, জেলা, মুরশিদাবাদ।

মহাশয়ের মহৌষধী অত্র স্থানে যিনি২ সেবন করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।

মোং কটক।

আপনার অমৃত রস মহৌষধীর চমৎকার গুণ। অত্র কাঁথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।

মোং কাঁথি, জেলা মেদনিপুর।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শুল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস

মোং রত্নপুর জেলা মুরসিদাবাদ।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেট।

মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা, দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার অশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধী সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।

৺কাশীধাম।

আপনার জগৎ বিখ্যাত মহোপকারি ঔষধীর গুন বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপা গুণে অত্রাঞ্চলের অনেক২ ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষে শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সঞ্চিত গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনের প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।

ডেপূটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাঁসডিহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শুল বেদনা ছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।

মোং জতনপুখরী জেলা, জলপাইগুড়ি।

আপনার জগত বিখ্যাত মহৌষধী আমারা একটী রোগীর জন্য এক বার আনাইয়া ছিলাম তাহাতে তাহার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

নেটিভ ডাক্তার—দিনাজপুর।

অত্যাশ্চর্য্য ওলাউঠার অমূল্য বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫। ৬ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর অম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শত করা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ নজ রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধী আনাইয়া ছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিশুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নেটিভ ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না একাধীক্রমে ১৮টি ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটীকা কোন কোন টীকে ৩টী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের এ ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে, এবং প্রশংসা প্রকাশার্থে বিনা মুল্যে দেওয়া গিয়াছে। শ্রীমহিউদ্দিন।

ইনচার্জ কুরকুরিয়া চা-বাবান, সোনাপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়া ছিলেন, ঐ ঔষধ ৫ জন রোকেগী দেওয়া হইয়া ছিল, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীরাধাবল্লভ সিংহদেব জমিদার।

মোং কুচয়াকোল, জেলা-বাঁকুড়া।

আপনার প্রেরিত ওলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া হইয়াছে।

জোনুরুল হোসেন, দেওয়ান।

মোং ভালিবপুর, ষ্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশ্চন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার

য়নারারী মাজিষ্টেট মোং দেহুড়দা,

জেলা বালেশ্বর।

কেদার ঘাটি নিবাসী কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রীর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় ওলাউঠা হয়, রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়। পরে মহাশয়ের এক বটিকা সেবন করান হয় কিঞ্চিৎ পরেই ভেদ, বমি, স্থগিত হয়, এবং ১০ টার সময় দ্বিতীয় বটিকা দেওয়া হয় সে সময় হইতেই সকল উপদ্রব নিবারণ হয়, ১২ টার সময় প্রস্রাব হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।

শ্রীপ্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায়

সাং গোকুড়েশ্বর, কাশীধাম

আমি আপনার ওলাউঠার বটিকা বামাকালীকে ১১টা রাত্রির সময় সেবন করাই অত্যন্ত আহ্লাদ পুর্ব্বক মহাশয়কে জ্ঞাত করিতেছি যে একটা বটিকা সেবন করাইয়া সকল উপদ্রব শান্তি হয়, প্রাতঃকালে উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মোং মিসরপুখরা কাশি

আমার এরূপ ভয়ঙ্কর ওলাউঠা হইয়াছিল যে এক বার ভেদ হওয়াতেই মুর্চ্ছা যাই, মহাশয়ের বটিকা আমার নিকট থাকায় ত [illegible] নসের করিয়া, আমি অতি অল্প কালের মধ্যেই আরোগ্য হই, পরে অন্যান্য ৫ জন কঠিন রোগীকেও এই ঔষধিতে আরোগ্য করিয়াছি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল

সাং মদনপুরা, কাশীধাম।

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were administered

Signed D. V. Sapray
Bankipore

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the Town. It was however administered in two two cases with successful result.

Signed W R Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occured among the servants of His Highness, and were found to be efficacious.

Signed T. B. Miller
Private Secretary.

The few cholera pills that you kindly gave me when I went to Gya in the cholera season, have wonderfully saved the lives of 13 persons from that fatal disease.

Ram Chunder Pundit
Sanscrit College, Baneres.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered within six hours by using only two pills each. The other a child took one pill which stopped his purging, vommitting, spasm and perspiration, and caused a discharge of urine, but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died.

Two more cases have been cured, by your medicine.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

I am directied to say that your cholera pills are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon and the result will be communicated to you as soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

I have much pleasure to say that I have been able to cure 80 cholera cases out of 86, by Babu Hem Chunder Banerjea's cholera pills in 1875. I have been examined by the Civil Surgeon of Baneres on this subject, who has retained the papers, in which the result of my treatment is recorded.

Signed Gopee Nath Sorkul
Benares

## কর্ম্ম খালী

আমাদের জমিদারী পরগণে মেছ পাড়ার ॥৵০ এগার আনী তরফের প্রধান কার্য্য কারক অর্থাৎ দেওয়ানের পদ শূন্য আছে। এক জন সচ্চরিত্র হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী উপযুক্ত লোকের আবশ্যক। ১০,000 দশ হাজার টাকা পরিমাণ জামিন দিতে হইবে। মাসিক বেতন উপযুক্ততা অনুসারে [illegible] হইতে [illegible] টাকা পর্য্যন্ত। কার্য্যাদিতে পারদর্শীতা এবং ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। যাহারা জমিদারী কার্য্যাদিতে পারদর্শীতা লাভ করিয়াছেন এবং ইংরাজী বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন বিশেষ আইনজ্ঞ তাহাদেরই আবেদন বিশেষ গ্রহণীয় হইবেক। কর্ম্মাকাঙ্খীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের নকলসহ আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

লক্ষ্মীপুর

জেলা গোয়ালপাড়া

আসাম।

Poorendra Prosad Dass
Secretary
to the 11 annas shareholder Zeminders of
Metchaparastate.

Khogendra Naray[illegible]
Choud[illegible]
Woodhub Ram [illegible]
Zemi[illegible]

অমৃত বাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩ সাল ২৫এ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

## ভূকি নম্পত্তি রেজিষ্টরি আইন।

রোড সেসের হিসাব পত্রের ধাক্কা লোকে সম্বরণ করিতে না করিতে লোকের স্কন্ধে গবর্ণমেন্ট আর একটী ভার অর্পণ করিতেছেন। ১৮৭৬ সালের ৭ আইন অনুসারে যে সমুদয় সম্পত্তির কর সাক্ষাত ভাবে কলেক্টরের নিকট প্রদান করা হয় তাহাও নিষ্কর ভূমি এ উভয় প্রকার সম্পত্তি কলেক্টরের আফিসে রেজিষ্টরি করিতে হইবে। ১৭৯৩ সাল অবধি বিধি আছে যে উপরি উক্ত সম্পত্তি সমুদয় রেজিষ্টরি করিতে হইবে কিন্তু এ আইন অনুসারে এ পর্য্যন্ত নিয়মানুসারে কার্য্য হয় নাই। গবর্ণমেন্ট এই নিমিত্ত ইহা আবার বিধিবদ্ধ করিলেন। এরূপ আইনের দুইটী উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। রাজ্যের মধ্যে কত গুলি ভূমি সম্পত্তি আছে এবং কত জন ভূম্যাধিকারী আছেন ও কত নিষ্কর সম্পত্তি আছে তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত এবং যাহার সম্পত্তি তাহার নাম রেজিষ্টরি করিয়া এখন মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা যে সমুদয় মকর্দ্দমার উৎপত্তি হয় তাহার নিবারণ করা এ দুই উদ্দেশ্য উত্তম এবং এ দুইটী উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট যদি কোন আইন প্রস্তুত করেন তাহা উপকারী ভিন্ন কোন মতে অপকারী হইতে পারে না।

কিন্তু তথাচ এই আইনটী বিধিবদ্ধ ও প্রচলিত হওয়ায় অনেকের মনে শঙ্কার উদয় হইয়াছে। এদেশে ইংরাজদিগের রাজ্য সংস্থাপন অবধি গবর্ণমেন্ট শত শত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যখন যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহারাই মুখপাত দেখাইয়া আমাদিগকে মোহিত করাইবার যত্ন করিয়াছেন। আমরা মুখপাতে যাহা দেখিয়াছি অনেক সময়ে পরিণামে তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে। এই নিমিত্ত আমাদের গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্যের উপর অনেক সময় সন্দেহ হয়। দশ আইন দ্বারা প্রজা ও জমিদারের সম্বন্ধ নির্ণয় ও উভয়ের স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট প্রজা ও জমিদার উভয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ফৌজদারী আইন প্রচলিত করিয়া প্রজাদিগকে শান্তি ও স্বস্তি প্রদান করিতে গিয়া প্রজার শান্তি ও স্বস্তি হরণ করিয়াছেন। রোড সেস স্থাপন দ্বারা আন্তরিক বাণিজ্যের সুবিধা করিতে গিয়া কেবল গবর্ণমেন্ট দেশের রাস্তা ঘাটের নিমিত্ত পূর্ব্বে যে ব্যয় করিতেন তাহাই সংকীর্ণ করিতেছেন, অপিচ পূর্ব্বে গ্রাম্য রাস্তার যে রূপ অবস্থা ছিল এখন তাহা অপেক্ষা এ সকলের দুর্দ্দশা হইয়াছে। সংক্ষেপে এ রূপ অনায়াসে বলা যায় যে বিচারালয় স্থাপন করিয়া পূর্ব্বে দেশের মধ্যে যে সৌহৃদ্য ও শান্তি ছিল অনেক পরিমাণে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পোলিস এবং কারাগারের সৃষ্টি করিয়া দুষ্কর্ম্মির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন কি কমাইয়াছেন তাহা বিধাতা জানেন তবে এটি সত্য যে তখনকার ন্যায় বিশ্বনাথের মত ডাকাইত এখন না পাওয়া যাউক তখনকার ন্যায় ধার্ম্মিক ও ধর্ম্ম পরায়ণ এখন নাই। সুতরাং মুখপাত দেখিয়া এখন লোকের অনেক সন্দেহ হয় আবার ষ্টিফিন সাহেব যখন ভারতবর্ষবাসীদিগকে নূতন ফৌজদারি আইন দ্বারা নাগপাশে বন্ধন করেন তখনও তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষবাসীদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি এই রূপ আইন প্রচলিত করিতেছেন, যখন ক্যাম্বেল সাহেব জেলের কঠরতা আরো বৃদ্ধি করিলেন তখন তাহার হৃদয় আমাদের স্নেহে গদ গদ হইয়া উঠিল, যখন রাজ পুরুষেরা উচ্চ শিক্ষার মূলে আঘাত করার যত্ন করেন তখন স্নেহনীরে বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছিল।

গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করিতেছেন এই আইন দ্বারা দেশের অনেক মকর্দ্দমা কমিবে কিন্তু প্রজাদের মনে সন্দেহ হইতেছে যে এত দিন পরে নিষ্কর ভূমি গুলি গবর্ণমেন্ট এইবার বাজেয়াপ্ত করিলেন। অথবা রোড সেস স্থাপন করিয়া গবর্ণমেন্টের তৃপ্তি হয় নাই। আর কি একটী নূতন কর স্থাপন করিবেন এবং এটি কেবল তাহারই সূচনা পত্র। লোকে যে সন্দেহ করিতেছে তাহা কত দূর কার্য্যে ফলিবে তাহা বিধাতা জানেন কিন্তু আমাদের ভয় হইতেছে গবর্ণমেন্ট এই আইন দ্বারা পাছে দেশের মধ্যে মকর্দ্দমার আর একটী তুফান উঠান। অর্ণব পোতে গমন করিয়া নাবিকেরা মিষ্ট জলাভাবে না প্রাণ ত্যাগ করে কৃশ সম্রাট ইহা নিবারণ করিতে গিয়া নাবিকদিগকে সমুদ্রের লবণাক্ত জলপান করিয়া উহা অভ্যাস করিতে বলেন। নাবিকেরা অভ্যাস করিতে গিয়া পীড়িত হয় এবং কেহ কেহ প্রাণ ত্যাগ করে। গবর্ণমেন্টের ভূমি সম্পত্তি অধিকারীদিগের নাম রেজিষ্টরি করিয়া মকর্দ্দমার সংখ্যা কমাইতে গিয়া হয় ত এই রূপ ফল ফলিবে। অনেকে এই সুযোগে অপরের সম্পত্তি হরণ করিবার যত্ন করিবে। অনেকে এই সুযোগে অনেকের শরিক বলিয়া দাঁড়াইবেন।

তবে ইংলিশ গবর্ণমেন্টের রাজ্য শাসন প্রণালী এবং ডাক্তারদিগের চিকিৎসা প্রণালী কথক এক রূপ। মল নির্গত করিবার নিমিত্ত রেচক প্রদান করিয়া শেষে আবার ধারক ব্যবস্থা করিতে হয় আবার হয় ত রেচক ব্যবস্থা করেন। প্রকৃতির সামঞ্জস্য একবার নষ্ট করিলে প্রকৃতিই কেবল তাহা পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে পারেন। কিন্তু মনুষ্যেরা অনেক সময় প্রকৃতি অপেক্ষা পণ্ডিত হইতে চাহেন এবং এই পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত আমাদের এই রূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

এই আইন জারি হইলে আমাদের এই এই কার্য্য করিতে হইবে। যখন লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এই আইন অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিবেন তখন কলেক্টরি ভুক্ত সম্পত্তির ও নিষ্কর সম্পত্তির অধিকারি দিগের নাম রেজেষ্টরি করিতে হইবে। উত্তরাধিকারি স্বত্বে কেহ কোন সম্পত্তির অধিকারি অথবা কোন শরিকি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত কেহ ম্যানেজর নিযুক্ত হইলে ছয় মাসের মধ্যে তাহার নাম কলেক্টরিতে রেজেষ্টরি করিতে হইবে। কি ফারমে দরখাস্ত করিতে হইবে তাহা আইনে লিখিত হইয়াছে।

নাম রেজিষ্টরি করিতে ফি লাগিবে। যে সমুদয় সম্পত্তির রাজস্ব কালেকটরের নিকট দিতে হয়, তাহা রেজিষ্টরি গেলে কালেক্টরের নিকট যত রাজস্ব প্রদান করিতে হয় উহার প্রতি শত করা চারি আনা হিসাবে ফি দিতে হইবে। নিষ্কর ভূমিতে যত টাকা উৎপন্ন হয় তাহার উপর শত করা ২৷৷০ টাকার হিসাবে ফি দিতে হইবে। তবে কোন সম্পত্তি রেজিষ্টরি করিতে হইলে এক শত টাকার অধিক ফি দিতে হইবে না। গবর্ণমেন্টের এ একটী নূতন আয় হইল।

কেহ রেজিষ্টরি করিতে ত্রুটি করিলে কলেক্টর সাহেব তাহাকে এক শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন। এই রূপ দণ্ড হইলে পর ও যদি কেহ রেজিষ্টরি করিতে ত্রুটি করেন তবে যত দিন এই রূপ ত্রুটি করিবেন প্রতি দিন কলেক্টর সাহেব তাহাকে ৫০ টাকা হিসাবে জরিমানা করিতে পারিবেন।

এই আইনটীর দুইটী প্রধান ধারা আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এ আইন খানি সকলের বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। এ দেশের ভদ্র লোক মাত্রের কিছু না কিছু ভূমি সম্পত্তি আছে এবং পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক না হইলে অনায়াসে এই আইনের কৌশলে এক জন অপর আর এক জনের সম্পত্তি নিজ নামে রেজিষ্টরি করিয়াই রাখিতে পারেন।

১লা নবেম্বর হইতে এই আইন জারি হইবে, এবং নবেম্বর হইতে ছয় মাসের মধ্যে সম্পত্তি রেজিষ্টরি করিতে হইবে।

---

## আমাদের আশা ও দরবার।

দিল্লীতে বড় দরবার হইবে ও ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের প্রতি জেলা ও বিভাগে দিল্লীর অনুরূপ ছোট ছোট দরবার হইবে। এখানেও আমোদ আহ্লাদ ও প্রধান প্রধান লোকের নিমন্ত্রণ হইবে এবং এই সমুদয় দরবারে হয় কমিশনার নয় মাজিষ্ট্রেট কর্তৃত্ব করিবেন। এই দরবারে জেলার প্রধান প্রধান ব্যক্তি অনরারি মাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপ্যালটি স্কুল, ডিসপেন্সরী এবং অন্যান্য কমিটির সভ্যদিগের নিমন্ত্রণ হইবে। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন না কোন সাধারণের উপকার জনক কার্য্যের দ্বারা ইংলিশ গবর্ণমেন্টের উপর ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে গবর্ণমেন্ট সুখ্যাতি পত্র প্রদান করিবেন। এই উপলক্ষে কুইন বিক্টোরিয়ার এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ সম্বন্ধে ঘোষণা পত্র ইংরাজি উর্দ্দুতে পঠিত হইবে। সুতরাং যে দিন দিল্লীতে দরবার হইবে সে দিন ব্রিটীশ অধিকৃত সমুদয় ভারতবর্ষ জয় এম্প্রেস বিক্টরিয়ার জয় এই ধ্বনিতে কম্পিত হইবে। এই জয় ধ্বনি শুনিয়া হিন্দু কুল দেবতারা চমকিয়া উঠিবেন। পরোলোক গত মুসলমান বীর পুরুষেরা হয় ত খড়্গ হস্তে ধারণ করিবেন কিন্তু এই মাত্র। তাহাদের দন্ত ঘর্ষণ, ক্রোধাক্ত কলেবর লোহিত চক্ষু এবং দীর্ঘ নিশ্বাসে এই জয় ধ্বনি নীরব করিতে পারে না। এই জয় ধ্বনি মর্ত্য লোককে বধির করিয়া, বায়ু রাশি কম্পিত করিবে এবং হয় ত বায়ু রাশির উপরে ও গমন করিবে। বিধাতা করিতেন এই জয় ধ্বনির সঙ্গে আমরা ভারতের জয় বলিয়া উঠিতে পারিতাম। আমরা এই উপলক্ষে ইংরাজদিগের ন্যায় গর্ব্বিত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে পারিতাম যে ভারতবর্ষীয়েরা মুসলমান শাসনে প্রপীড়িত হইয়া ইংরাজদিগের শরণাগত হয় এবং মহৎ ইংরাজ জাতি এত দিন পরে আমাদিগকে পরাধীনতার দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করিলেন। আজ অবধি আমরা স্বাধীন হইলাম। ইংলিশ গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ যে সুশাসন প্রণালী দ্বারা শাসন করিতেছেন আমরা আজ অবধি সেই সুশাসন প্রাপ্ত হইলাম। আজ অবধি ভারতবর্ষে ইংরাজেরা আধিপত্য করিবেন না, ভারতবর্ষবাসীদের আধিপত্য আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গলামঙ্গলের নিমিত্ত আর ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না কোন বিপদে পড়িলে আমাদের ইংলিশ পার্লিয়ামেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না, আজ অবধি এক জন ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষের কোটি কোটি প্রজার ভাগ্য লিখিবেন না, ষ্টীফিন সাহেব যে কঠোর আইন করিয়া আমাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন তাহা আর থাকিবে না, আমাদের ভাল মন্দের বিচার আর বিদেশীর হস্তে আর ন্যস্ত হইবে না, ভারতবর্ষ এম্প্রেস বিক্টোরিয়ার আর সপত্নী থাকিবে না, আমরা ইচ্ছা করিলে এম্প্রেসকে ভারতবর্ষে বাধ্য করিতে পারিব, গবর্ণর জেনারেল লেফটেনেন্ট গবর্ণর সেনানী প্রভৃতি সমুদয় উচ্চপদে আমরা যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিব। ভারতবর্ষ আর ইংলণ্ডের দুগ্ধবতী গাভি থাকিবেন না, ইংরাজেরা আর আমাদের রক্ত শোষণ করিতে পারিবে না। আজ অবধি ইংরাজদিগের চৈতন্য হইবে যে ভারতবর্ষ তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি নহে, আমাদেরই। তাহারা বাহুবলে এ দেশ অধিকার করেন নাই, আমাদের অনুগ্রহে, অর্থে এবং বাহুবলে তাহারা ভারত বর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছেন।

যখন ডিসরেলি সাহেব কুইন বিক্টরিয়াকে এম্প্রেস উপাধি প্রদান করেন তখন তিনি আমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন যে কুইন এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে। ডিস রেলি সাহেব মিথ্যা কথা কহিবার লোক নন সুতরাং তিনি যে আশ্বাস বাক্য প্রদান করেন তাহা দ্বারা আমরা এখন ও আশ্বাসিত রহিয়াছি। যদি বিধাতা ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা দূ

করিয়া রাজ পুরুষদিগের মহৎ বৃত্তি সমুদয়ের উত্তেজনা করিয়া দেন এবং আমরা এম্প্রেস বিক্টরিয়া জয়ের সঙ্গে ভারতের জয় ধ্বনি দ্বারা মেদিনী কম্পিত করিতে পারি তাহা হইলে ভারতবর্ষ আলোকিত করিবার নিমিত্ত দ্বীপ মালার প্রয়োজন করিবে না, গগণে শত২ চন্দ্র উদয় হইয়া অমৃত বর্ষণ করিবে। বাজি বাদ্য প্রভৃতি দ্বারা উৎসব আনন্দ করিতে হইবেনা কোটী কোটী ভারতবর্ষবাসী আনন্দ ও হাস্য ধ্বনি দ্বারা এ সমুদয় ঢাকিয়া যাইবে, তাহা হইলে রুশেরা কেন পৃথিবীতে যত বীর প্রসবিনী জাতি আছে সমুদয় ভারতবর্ষবাসীদিগের হুহুঙ্কারে কম্পিতকলেবর হইবে। আমরা আশা করিতেছি দরবারের দিন ভারতবর্ষে এই রূপ আনন্দ উৎসব উপস্থিত হইবে এবং ভারতবর্ষবাসীদের এই রূপ জয় ধ্বনিতে পৃথিবী টলমল করিবে। আমরা এ আশা সুদ্ধ মন্ত্রীবর ডিসরেলীর প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া করিতেছি না, দুই শত বৎসর কঠোর পরীক্ষা দ্বারা আমাদের হৃদয়ে এই আশালতা অঙ্কুরিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও আমেরিকা ইংলিশ গবর্ণমেন্ট এক সময় অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছে, আষ্ট্রিলিয়া ও ক্যানেডাতে তাহার পরে ইংলিশ গবর্ণমেন্ট রাজ্য স্থাপন করেন তাহাও এক রূপ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ কখনই গবর্ণমেন্টের উপর বিরক্ত প্রকাশ করেন নাই প্রত্যুত অটল ভক্ত ও নিস্বার্থ লোকের ন্যায় ইংলণ্ডকে পূজা করিতেছে, ইংলণ্ডের নিমিত্ত ভারতবর্ষবাসীরা নিজ বাহুবল ও ধন প্রাণ দিয়া স্বদেশকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করিয়াছে, ভারতবর্ষ রক্ষার্থ যাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছে ইংলিশ গবর্ণমেন্টের নিমিত্ত স্বহস্তে তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়াছে, দেশ উদ্ধারের নিমিত্ত যাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছে তাহাদিগকে ও নির্দয়তা নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক হত্যা করিয়াছে। ইংরাজ পতাকা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইত অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান করিবার নিমিত্ত স্বজাতি স্ববংশ এমন কি পুত্র কলত্র প্রভৃতির রক্তে ভারতবর্ষ কলুসিত করিয়াছে, গবর্ণমেন্ট যখন যে কঠোর শাসন প্রণালী প্রচলিত করিয়াছেন তাহাই অকাতরে সহ্য করিয়াছে, করভারে ভারাক্রান্ত হইয়া ঋণ পাশে জড়ীভূত হইয়াছে, আপনাদের সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াছে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে কিন্তু তথাচ অচল ভক্তের ন্যায় নিষ্কাম উপাসকের ন্যায় ইংলিশ গবর্ণমেন্টকে উপাসনা করিয়াছে। এই রূপ কঠোর উপাসনা এই রূপ কঠোর সাধনার ফল যদি কিছু না ফলে, যে স্বত্ব যে অধিকার মনুষ্যের স্বতঃ সিদ্ধ তাহা ও যদি আমরা এই কঠোর সাধনা দ্বারা না প্রাপ্ত হই তাহা হইলে শুদ্ধ ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হইবে না ধর্ম্মে পারাজয় হইবে, প্রকৃতি দেবীর নিয়মের বিপরীত ফল ফলিবে এবং তাহা হইলে ভারতবর্ষবাসীরা শুদ্ধ রসাতলে যাইবেন না, পৃথিবীতে এ রূপ অবিচার ও অধর্ম্ম হইলে পৃথিবী সমেত রসাতলে যাইবে।

——

"কয়েক দিন হইল, অত্রত্য গোরা বাজারের ডোমন নামক বৈরাগীর আকড়াতে এক জন দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় চণ্ডীচরণ নামক পরমহংস পরিব্রাজক আগমন করিয়াছেন। গত ১৭ই কার্ত্তিকে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, যে "উপযুক্ত পণ্ডিতের সহিত ৪ বেদের মধ্যে যে কোন বেদ হউক তৎসম্বন্ধে যে কেহ বিচার করিতে চাহেন, তিনি প্রস্তুত আছেন।" ইহাঁর এই বাক্য মাত্রে নহে ইনি যে বেদজ্ঞ এবং বহুদর্শী ও সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। লোকটি শ্যাম বর্ণ, পুষ্টকান্তি, কেশ মণ্ডিত, উলঙ্গ, ভস্মাবৃত। যে যাহা অনুগ্রহ করিয়া খাইতে দেয় তাহাই আহার করেন, আহারার্থ নিজে কোন চেষ্টা করেন না। দৃশ্যে ২৫।৩০ বৎসর বয়স। কিন্তু তিনি বলেন শতা-(১৮০) বৎসর।

গত রাত্রি ২ প্রহর ২ টার সময় কালেজের অনতিদূরে ভাগিরথী তীরে বৃক্ষ তলে, এক জন লোক অনায়াসে বসিয়া থাকিতে পারে, এরূপ পরিমাণ ভূ খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করতঃ সমাধি যোগে উপবিষ্ট হয়েন। পূর্ব্ব আদেশ মতে ৩ জন কনেষ্টবল এবং যোগীর একটী শিষ্য প্রথমে কাষ্ট ফলক, তৎপরে চালি দিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া দেয়। নিকটস্থ জনৈক ভদ্র লোকের সন্ধানে পুলিসে এই সংবাদ দেওয়া হয়। অদ্য বেলা ৮ টার সময়ে অত্রত্য রিজার্ব্ব পুলিস ইন্-পেক্টর মেং আরাকেল সাহেব দলবল সহ অত্রত্য সিবিল সারজন সমভিব্যহারে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া মৃত্তিকা খনন করতঃ তাঁহাকে উত্তলন করেন। তাহাতে দেখা গেল তাঁহার জ্ঞান চৈতন্য নাই কিন্তু যোগে মগ্ন হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ডাক্তার সাহেবের উপদেশ ক্রমে অ্যামোনিয়ার শিশি নাসিকাগ্রে ধৃত করা হয়। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য উপলব্ধি হইল না। পরিশেষে তাঁহার চেলা (শিষ্য) অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন "প্রভো! আপনার ত যোগ ভঙ্গই হইল কার্য্য হইল না। কিন্তু আপনার জন্য আমরা কয়েদ হইতে চলিলাম।" এই রূপ বলিলে পরে তিনি চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া ডাক্তার সাহেবকে বলিলেন 'আপনি আমাকে তুলিয়াছেন।, সাহেব বলিলেন "আমি নহি পুলিস তুলিয়াছেন।" তৎপরে তাঁহাকও তাঁহার ঐ কার্য্য সহায়কারী ৩ জন কলেষ্ট বল ও চেলা সহকারে পুলিসের নিয়মানুসারে হাজত লইয়া যাওয়া হয়। বেলা ১০ টার পের বিচারালয় উপস্থিত করা হইল। স্থানীয় উকিল মোক্তারগণ সমস্তই কেবল গবর্ণমেন্ট উকিল বাবু ছাড়া) তাহার জামিন হইলেন। কাছারি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে এক জন মোক্তার তাঁহাকে স্বীয় চাদর পরাইয়া দেন। বিচার অদ্য স্থগিত রহিল।

আমরা এই যোগীর প্রশ্ন উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। প্রশ্নোত্তর এই রূপ যথা —

বিচারক। 'তুমি ৩ দিন ভূগর্ভে থাকিয়া কি রূপে জীবিত থাকিয়া উঠিতে পারিবে?

যোগী। "যিজ্ঞাসক্রাইষ্ট যদি কবর হইতে ৪০ দিন পরে উঠিয়াছিলেন তবে আমার ৩ দিন মৃত্তিকা তলে থাকিয়া উঠা অসম্ভব কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহা যখন একটী মকর্দ্দমা। এবং বিচারার্থ প্রস্তুত তখন এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত অদ্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ইহার উপসংহার আগামী জন্য রহিল। ফলতঃ ৬।৭ ঘন্টা কাল বায়ু সমাগম বিহীন ভূগর্ভে অবস্থান অল্প বিস্ময়কর নহে। পরমহংস বলেন প্রতি সপ্তাহে ৩ দিন এই রূপ সমাধি যোগ করেন। সকলেই আশ্চর্য্য।" মুরসিদাবাদ পত্রিকা।

——

ঝড়ে পূর্ব্ব বাঙ্গলা একেবারে উচ্ছিন্ন গিয়াছে অন্ততঃ ঝটীকা সম্বন্ধে আমরা যে সমুদয় পত্র পাইয়াছি তাহা কেবল হাহাকারপূর্ণ। মেঘনা নদীর ধারে কিছু নাই। মানুষ গরু ঘর শস্যক্ষেত্র যে কত নষ্ট হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। ডেলি নিউস ও ইংলিশম্যানে ঝড়ের ভয়ানক সমুদয় সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এ দেশের শস্যাগার পূর্ব্ব বাঙ্গলা। সেই দেশের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, আবার মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে দুর্ভিক্ষ ইহার উপর আবার দিল্লির দরবার। ভারতবর্ষের অদৃষ্টে এবার যে কি আছে তাহা বলা যায় না। ঝড়ের ভয়ানক সময়ই কার্ত্তিক মাস। পূর্ব্বে একবার এই সময় এই রূপ ঝড় হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছিল। এই সময় ঝড় হইয়া এ দেশের বিশেষ ক্ষতি করে। কার্ত্তিক মাসে এ দেশের প্রধান শস্য ধান্য ফলবতী হয় আবার হৈমন্তিক শস্যের ও খেজুর গুড়ের আরম্ভ ও এই সময় হয় সুতরাং এই সময় ঝড় হইলে আমাদের মুখের অন্নের উপর আঘাত পড়ে। রাজ পুরুষেরা খৃষ্টান। তাহারা দৈব দুর্ঘটনা মানেন না কিন্তু মানুন না মানুন যাহাতে দেশ এই সমুদয় দৈব দুর্য্যোগ হইতে নিস্তার পায় তাহার কোন রূপ বিধান করা কর্ত্তব্য। যদি ভারতবর্ষ পূর্ব্বের ন্যায় ধনশালী থাকিত যদি এ দেশ পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি গৃহস্থের গৃহে অন্ততঃ তিন বৎসরের প্রয়োজনীয় শস্য সঞ্চিত থাকি তাহা হইলে আমরা এ রূপ বিপদ দেখিয়া আশঙ্কিত হইতাম না। কিন্তু ইংলণ্ড আমাদের অস্তি চর্ম্ম সার করিয়া ফেলিয়াছেন, বিন্দু মাত্র আঘাত দ্বারা এখন আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। দেশের যে রূপ দুর্গতি উপস্থিত তাহাতে দরবারের সময় ভারতবর্ষবাসীদিগের আনন্দ উৎসবে অথবা তাহাদের ক্রন্দন ধ্বনীতে ভারতবর্ষ পূর্ণ হয় তাহা বলা যায় না। যে রূপ চারি দিক হইতে শত সূর্য্য উদয় হইতেছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট দরবারের উদ্যোগ করিয়া ভাল কি মন্দ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। দরবারের আয়োজন অনেক দূর গমন করিয়াছে এখন তাহা স্থগিত করিলে সেটী ভাল দেখা যাইবে না কিন্তু ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত এই বৃহৎ ব্যাপার হইতে নিরস্ত হন তাহা হইলে তাহাদের যশ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ব্যাপ্ত হইবে। যে রাজা প্রজার সুখের নিমিত্ত আপনার আমোদ আহ্লাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করেন তিনি ঈশ্বর অবতার হইয়া রাজ্য শাসন করেন। দরবার দ্বারা ইংরাজের এ দেশে যত আধিপত্য স্থাপন করিবেন আশা করিতেছেন প্রয়োজন হইলে প্রজার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত দরবার পরিত্যাগ করিলে ইহার অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি হইবে।

——

বোম্বাই ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে বোম্বাইয়ে গবর্ণর দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত দরবারে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। বোম্বাই টাইমস লিখিয়াছেন যে পূর্ব্বে তিনি যাইবেন না স্থির হয় কিন্তু তিনি আবার দরবারে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া দরবারের স্থান প্রস্তুত করেন কিন্তু তিনি দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত দরবারে যাইতে পারিতেছেন না। মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা সেরিফ দ্বারা একটী সভার আহ্বান করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন যে তাহারা দরবারে গমন করিতে পারিবেন না এবং এই রূপ রাষ্ট্র যে মান্দ্রাজবাসীরা দরবার আপাততঃ স্থগিত করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন। বাঙ্গলার এবার অজস্র শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু সে দিবসের ভয়ানক ঝড়ে বাঙ্গলারও সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলার মনুষ্য গোরু, শস্য যে কত নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার এখনও নির্ণয় হয় নাই। এই ঝড়ের ধাক্কা কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া লাগিয়াছে। ঝড়ের পরেই কলিকাতায় চাউল এবং অন্যান্য দ্রব্য এরূপ দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে যে আর কিছু বৃদ্ধি হইলে বাঙ্গলাতে এক রূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। বেটিব পবলিক ওপিনিয়ন নামক সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে কুইনের ভারতবর্ষের এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ অবধি নানা বিভ্রাট হইতেছে। এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ অবধি ইউরোপে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে এম্প্রেস উপাধির ঘোষণা পত্র প্রচার করার যে উদ্যোগ হইয়াছে আর দুর্ভিক্ষ ঝড় ও নানাবিধ উৎপাত ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে এই রূপ অপ্রীতিকর ও ভয়ানক ঘটনা উপস্থিত হইতেছে তাহা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পবলিক ওপিনিয়নের এই রূপ লেখার পূর্ব্বে ভারতবর্ষবাসীদিগের মনে নানা রূপ ভয়ের উদয় হইতেছে। ভারতবর্ষবাসী স্বভাবতঃ কুসংস্কার বিশিষ্ট এই সমুদয় অশুভ লক্ষণ দেখিয়া তাহারা পূর্ব্ব হইতে ভাবিতেছে যে ভারতবর্ষের অদৃষ্টে না জানি আর কত দুঃখ আছে। সে যাহা হউক দিল্লীর দরবারের আয়োজন করিয়া বিশেষতঃ দেশের এই রূপ বিপদ উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের দরবারের নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়

# THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY, NOVEMBER 9, 1876.


We are indebted to the courtesy of Mr. Lane, Secretary to the Board of Revenue for a copy of the Land Registration Act. We have said something, on the subject in our Bengali columns. The book will be extremely useful to the officers as well as the public.

——ooo——

The *Indian Mirror* complains about the delay that takes place in the return of summonses in Mr. Dickens' Court and calls upon Sir Richard Temple to interfere. He says that this gives parties opportunities to come to a compromise out of Court! Such sentiments are not worthy of any well-wisher of his country or of any respectable journal but a petty-fogging mokhtear.

——oo——

Dr. Prasanna Kumar Raya has been appointed professor in the Patna College on a salary of Rs. 400 per mensum. It is needless to say that we are exceedingly glad at this appointment and Sir Richard Temple deserves our gratitude for the prompt response that he gave to the wishes of the public. We hope the Babu will be soon brought back to Calcutta.

——ooo——

We commend those who doubt the capability of the people of Bengal for executive work to the excellent work done by Babu Prosanna Kumer Bose, as officiating Honorary Vice-Chairman of such an important Municipalty as that of Kishnagar. A European in his post would have cost at least 6000 Rs. per annum to the rate-payers and at the same time teased them to death by his over-zeal. Babu Prosanna Kummar owes his position to the Elective System.

——ooo——

A tiger became troublesome at Shamnagar, and a party of Europeans went there to kill the animal. They made, however, a trifle mistake and killed an inhabitant. This was no doubt a pure accident, and we can only regret the circumstance. Their motive was excellent, though the fact is, a man was killed. These accidents, however, are more frequent here than perhaps in any other country in the world. Can anybody tell us the reason, why? A European who killed once a native by mistake said that he did it, because he could not distinguish a native from a beast. Is it so, or that our atmosphere is damp and causes fatal illusions of sight?

——ooo——

We are told by the *Madras Mail* that the following requisition to the Sheriff was circulated and numerously signed on Tuesday last :—

We the undersigned inhabitants of Madras have the honor to beg you to convene a Public Meeting at Patcheappah's Hall, on Saturday next, at half-past 4 in the afternoon, for the purpose of adopting a Memorial to His Grace the Governor, oxpressive of the general desire of the community that, having regard to the existing financial crisis, the serious distress prevalent in many districts, and the alarming prospects of impending famine, His Grace will be pleased to communicate with His Excellency the Viceroy as to the advisability of excusing the officials and noblemen of this Presidennoy from attendance at the Delhi Assemblage.

It is added, however, that the Supreme Government have, by telegraph, ordered the Madras Government to cut down all expenses as far as possible in connection with the Assemblage, and have relieved administrative officials from the necessity of attending.

——ooo——

We hear that official information has been received that the head-quarters of the sub-division of Dakhin Shahabazpur, in the district of Backergunj, were completely washed away in the recent Cyclone on the 31st October. The storm wave rose, it is said, to the height of thirty feet. The Deputy Magistrate and his wife have fortunately escaped, but the whole of their family have been washed away. The Munsif has not been found, and, it is feared, that he has been swept away also. The Courts at Patooakhali, another subdivision, have been blown down, and, it is feared, that Ferozepur has fared similarly.

——ooo——

The report of the following case appeared in Friday's Morning Papers.

"The serang of a steam mud-boat charged the gunner of the said vessel, named Monteith, with having assaulted him on the 21st ultimo.

Babu Gopal Lal Sil appeared for the prosecution, and Mr. T. A. Mendes for the defence,

A plea of not guilty having been put in, evidence was gone into. It appeared from the complainant's own shewing that he was the helmsman, and that the defendant, who was his superior officer, accused him of incompetency, assaulted him, and, telling him to consider himself discharged, ordered him to go foreward. The enginas were in motion at the time, going half speed, and he at once obeyed the orders given him. About twenty minutes after this occurrence, he was again abused and struck with a bamboo over the head, which resulted in his skull being broken. An attempt had also been made to throw him overboard; but in falling, he closed with his assailant, and they both fell into the water. The defendant was saved by a rope being thrown out to him from on board his vessel, while he driftod down the stream till such time as complainant was rescued from his perilous position by the crew of a boat passing by.

Before any further evidence could be recorded, His Worship found that the defendant, if he had committed the assault, had received sudden and grave provocation. The complainant had, by leaving the helm, at a time when the vessel was in motion, endangered her and the lives of those on board.

Babu Gopal Lal Sil contended that even if the defendant had been guilty of any misconduct, the assault was unjustifiable.

His Worship, however, overruled him, and dismissed the case."

The case was not proceeded with and no evidence taken. It is alleged that the serang failed in his duty and Mr. Marsden, the worthy Magistrate holds that this entitled the defendont to commit a murderous assault. For it was a murderous assault tho' the man escaped miraculously.

——ooo——

A dire calamity has befallen Bengal. The cyclone of the 16th Kartic has swept away some of the finest Districts of Bengal. We give the Bengali date with a purpose. The sixteenth of Kartic must be ever memorable for the great cyclone which devastated the South Western Districts of Bengal. The South Eastern Districts escaped then. Nature is always impartial and the districts that escaped 10 years ago have been this year devastated. That year it was 24 Pergannas, Hoogley, a portion of Jessore and a portion of Midnapore. This year it is a portion of Mymensing, a portion of Jessore Commilla Chittagong, Tippera Burrisal, Noakhally and Dacca. But the damage done by the present cylone is much greater and much more serious; and this is owing to the large formidable rivers that pass thro' South Eastern Districts. We have receive accounts from all these districts and they bear a heart rending tale. The greatest damage done is to the tract adjoining Megna. There the river rose high like a mountain and swept away houses, men and cattle. Those places is it is alleged simply present a still and desolate aspect. Other big rivers rose too and did their work of destruction. For sometime indeed the South Eastern portion of the Sea Districts were completely under water. People, tried to save themselves by climbling up trees and house tops. Wives, husbands, and children were separatod from each other. It was partially dark. Ten thousand devils howled in the air and rain spattered like arrows and pierced thro' the skin and took away sensibility. Amidst the deafening din of the gale, the crushing of trees and houses, and the shriek of men people did not perceive that a wave was approaching to engulf them. Such are the scenes described by some of our correspondents. That many have died and millions are suffering at the present moment there is no doubt. Thousands and hundreds of thousands are homeless and foodless at this moment. On the other side of India, Bombay and Madras are suffering. We expected to be able to help those Provinces, for a better crop of rice was never seen in Bengal as of this year. But the rice distircts of Bengal have been swept away and the result is, we are already paying almost famine price for our necessaries. What is now wanted is relief. Let relief be sent at once. Fortunately Sir Richard Temple is there and will have opportunity of seeing things with his own eyes. We have barely heart to write more. Many Heaven help the wretched and the destitute.

——ooo——

The members of the Poona Arbitration Court are doing invaluable service to the country. At a meeting of the members to adopt a memorial suggesting certain alterations in the Code of Civil Procedure the following amendments were proposed :—

I. On the present Law (Sec. 327) of the Civil Procedure Code, both parties must in the first instance agree among themselves to refer the matter in dispute to private arbitration, and must secure such an award before any one of them can seek the assistance of the Civil Court. This provision is found not to work well in practice. Parties are too slow and toomuch at cross purposes with one another to agree among themselves in this way. In the place of this provision it should be enacted as in the Madras Acts, that one party may apply to the Civil Court expressing his readiness to refer the dispute to arbitration, and asking the Court's assistance to call upon the other party to attend and show cause why the dispute should not be referred. If such a requisition were made, the defendants in all *exparte* and admitted cases would be found willing to give their assent to have their differences referred to private arbitration.

11. To give more direct encourgement to this mode ot disposing of civil quarrels it should be further enacted that in all suits which have been filed in Civil Courts, the Judge have the power on the requisition of either party to call upon the other to show cause why the dispute should not be privately settled by arbitration. If either party when so called upon refuses his assent, power should be given to the Judge to charge him with the costs of the litigation no matter in whose favour the decision is given. This suggestion has been ecommended by Mr. Wedderburn in his pamphlet.

III. The exemption from stamp duty which the Court fee's act allows in favour of the Madras Village and District Punchayet must be extenedd to similar Cases disposed of by private arbitration in this Presidency. Under the Civil Procedure Code as it was passed in 1859 when after the suit was filed parties settled their disputes among themselves, the entire stamp duty was refunded. This privilege was narrowed by the subsequent stamp laws, and has been entirely abolished since the Court fee's act was passed. The abolition of this liberal provision discourages the parties from coming to amicable terms. If the court machinery is not taxed in any way by private parties in the settlement of their disputes, there is no just reason for imposing the Judicial stamp duty upon them. It is necessary therefore that the old law which allowed refund of the whole or a part of the duty should be re-enacted

IV, The old regulation VII. of 1827 made it obligatory upon Civil Courts to help private arbitration by enforcing the attendance of witnesses before them. It was further obligatory upon the Civil Judge to take on himself the duty of private arbitration if parties agreed to refer their dispute to him. It also placed the Kulkarness services at the disposal of private arbitration. These provisions of the old law should be renewed, as witnout their help the work of private arbitration cannot be effectively cerried out.

V. The order of a Civil Court refusing to file an arbitration award should be made subject to an appeal. The High Court have ruled that no appeal lies under the present law. This ruling leaves no remedy against the caprice of subordinate courts and puts parties to needless trouble and costs, and discourages them from settling their disputes out of the Court.

——ooo——

TOO OLD FOR GEW GAWS:—"When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things." We are no longer children; we are *men*. And will it be pretended that the distinction is without a difference? Any confusion between the two states would argue fatuity of a morbidly virulent type. We should not willingly lay such fatuity to the charge of British statesmanship. But ws cannot conceal from ourselves that it has betrayed some very awkward symptoms in its choice of accessories for the New Year's Day Proclamation. If gew-gaws, heavy or light, all the same, are to be all in all, it cannot honestly be credited with even a layman's familiarity with the fitnesses of things.

We have more than once spoken out on the subject, but for the interests at stake, we cannot help reverting to it: we are so glad that the *Times* winds up its article on "The Imperial Assemblage at Delhi" with the following noble suggestion. "The opportunity is a great one and can never return, and must not pass away leaving in their minds only the memory of an unsubstanstial pageant. The Princes and Chiefs of India must be enabled to look back upon the day as that which marked their position in the Empire, and indicated the interest and the part the British nation desires them to take in the conduct of Indian affairs." To those who intimately know India many gracious concessions will suggest themselves, the announcement of which on the occasion of the "Imperial Assemblage" on New Year's Day would serve powerfully to attract to the British Rule the loyal sympathy of the Princes who practically command the allegiance of the people. No doubt all these have been anticipated and discussed, and those found practicable, approved. Lord Lytton and his Council are fully alive to the importance and splendour of the occasion. Every thing, we are confident, will be done to enhance its ceremorial and political effect, and to satisfy at once the just pride of Englishmen and the natural sympathies and expectations of a great though dependent Empire." The *Times* reads aright the spirit of India at the present moment and hits upon the tastes and aspirations truly congenial to it. We commend its view of the matter to those anachronisms in the republic of politics, who build on the sandy foundation of a cerebral chimera of the ante-diluvian world, and bring ever so many changes on the shibboleth, "Oriental Imagination," in disposing of the destinies of India's devoted millions. Are these who dream that, with rockets and processions as the outcome of the last analysis of the Imperial title, they will earn the thanks of the people of India? They know as much of an Indian as of the Man in the Moon; only their ignorance in the first case is more culpable than in the last. Must facts, laws, sequences, all, be ignored in order that these wiseacres may be allowed to ride a hobby to death at our expense? Unless and until Her Majesty the Empress of India is graciously pleased to mark Her assumption of the title by some "gracious concessions," we must fail to appreciate the change. We may be an imaginative people, but to immagine vain things, is against our gain. In addressing even our imaginations, therefore, something beyond mere vanities must be put in requisition. We cannot here forbear making one other remark, They talk of "Oriental Imagination," and we fancy, they are sincere there. Well. is it compliment or sarcasm that they mean? And what shall we say of that morality which delights

in feeding the very vice at which it would point all its barbarous wit?

In justice, however, to the Government of India, we should call the attention of our readers to the following precious document, as embodying a specimen of "graeious concession" which has suggested itself to that Government as fitted to "serve powerfully to attract to the British Rule the loyal sympathies etc :—

The effect of the announcement at Delhi will necessarily be limited to the assemblage there present, but it is essential to the object in view that the significance of the day should be brought home to the general population. With this view, it is the desire of the Viceroy and Governor-General that, on the day of the Imperial Assemblage at Delhi, a Durbar shall be held at the head-quarters of each Division, or District throughout British India (excepting Delhi), by the Chief Civil Officers of Government, for the purpose of announcing with befitting ceremony, the assumption by Her Majesty Victoria of the title of "Empress of India,"

In requesting that, under the instructions of His Honor the Lieutenant-Governor, the necessary orders may be issued, I am desired to state that it is the wish of His Excellency in Council that the notables of each district,—such as Jagirdars, or Honorary Magistrates, Members of Municipal, School, Dispensary, and other Committees, togethtr with the principal citizens and landholders,—should be summoned to these Durbars, and that such of the persons above described as may have distinguished themselves by good service and loyalty to the British Government, or may for other reasons be considered worthy of the honor,' should be presented with a certificate in the form annexed.

These certificates, the cost of which will be defrayed from Imperial revenues, will be prepared upon parchment under the superintendence of this office and I am to request that you will report, at the earliest possible date, what number will be required for distribution in the districts under the Government of Bengal.

Copies of the Queen's Proclamation, in English and Urdu together with memorandum of the remarks which the Government of India wishes to be made upon the occasion, will be sent to the Government of Bengal hereafter, and should be in due time forwarded confidentially in a sealed cover, to the officers who will hold the Durbar.

After the Proclamation has been read in English and Vernacular, an address should be delivered in the sense of the memorandum above referred to, by the officer holding the Durbar, who should then convey to each recipient of the certificate, in suitable terms, the acknowledgement of Government for the services rendered by him.

You will observe from the form annexed that the grant of these certificates should not be confined to such Native gentlemen as may be associated in the administration of the district, but should be extended to those who may, for other reasons, be considered worthy of receiving this mark of the consideration of the British Government.

So the India Government seems alive to the fact that rockets and processions alone would not go down. Some more intellectual device must be employed to answer the demands of an intellectual people. And hence, the invention of certificates of Honor, for which we scarcely know who has taken out the patent. It is difficult to hold one's sides together over this master-piece of political ingenuity. What may be the effect of this device on the masses? Nil. What may be its effect on the educated class? Nil. It will not reach the masses and the intelligent recipients of the certificates should be ashamed of their intelligence, before they could reconcile themselves to the importance of these certificates. Of what practical moment can the certificates be? Will they possses any talismanic virtues? Well, let us suppose that these talismanic commodities are encased in golden amulets, worn on the arm or on the neck,and daily soaked in consecrated water for a drink, as they are wont to do in this country. Will they keep them from the thousand and one *peculior* evils which *niggyer* flesh is heir to? When *niggered* will it be any consolation to one of these certificate-hodeers to open wide his parchment, and find himself dubbed an honorable man? When the thorns in his flesh pinch sore, will the parchment declaration "Thou art an honorable man, bring him ease? Enough, enough. We are surprised that there are Englishmen so hopely credulous as to suppose that we, Indians are the like of children who may be humoured by such tricks. We repeat we are no longer *children*, we are *mem*. It is a stain on English discernment not to recognise this fact, and to attempt winning our hearts with the merest gew- gaws.

—000—

THE FIRST AND THE LAST OF SIR STAURT HOGG.—When Sir Stuart Hogg entered the Hall of the Municipal Meeting his heart beat imperceptibly. That day was to determine whether he as usual was to rule or the Commissioners. He had previously expressed, we are told, contempt of the Commissioners whom he styled as a set of keranies. But *keranies* or lords, they had the privilege of voting and his worsted and defeated vice was the first to tell him what that meant. His vice had tremblingly told him that, tho' keranies, they could all raise their hands and that at the proper time and also that they, as a body, were not disposed to raise their hands for *him*. Sir Stuart has faced many a stormy meeting and has gradually learnt to become a veteran in Municipal debates. But then he had all along a clear majority on his side. He knew that a host of donkeys would follow him wherever he would lead them and that not only inspired him with confidence and courage but consoled him when wounded by fierce antagonists. Was he at last, in his old age to be overspowered by numbers and numbers of keranies? His heart fluttered with anxiety when he surveyed the turbanned hosts before him and tho' he loooked askance t his vice, his vice licked his hands and wagged his tail but shewed no signs of war, his previous defeat having unnerved him completely.

And what were the Commissioners thinking all the time? Were they calm in their strenth and confident of each other? Ah no. That was to be their first encounter with the dreaded Chairman and tho' they did not acknowledge it even to themselves, their hearts somewhat misgave them. They had not tried their comrades as yet and did not knôw whether the comrades could be depended upon. Sir Stuart Hogg is believed to possess the power of winning over people to his side, and has not he already tried his facsination over their weaker brethren? Who knew that some of their most trusty brethren were already traitors to their cause? The Chairman already proposes to raise the House rent from 7½ to 10 per cent: whence this boldness if he is not already sure of support? Then other thoughts also crossed their minds. They were not accustomed to speak, much less debate, in public meetings. And tho' burning with zeal to distinguish themselves, yet those drawbacks were an effectual check upon their zeal. They were besides new men, ignorant of the conventional rules which guide such assemblies. What if they displayed gross ignorance and made themselves laughing stocks of the whole Town? These thoughts restrained them. The only brother who had any experience in Municipal matters is not to be entirely relied upon. On the last occasion he had tried to lead them astray and some more experience of him was necessary before he could be fully trusted. And the Representatives shewed visible symptoms of anxiety in their face.

The first thing that Sir Stuart Hogg did was to give a cordial shake of hands to each; and the second thing of note that he did was to give a snub to Dr. Banerjea, who wanted to be witty. From the first Sir Stuart Hogg had determined to lean upon Babu Kristo Dass Pal more than upon Dr. Banerjea for support. Babu Kristo Dass Pal is a comrade of old standing and amidst new faces, Sir Stuart's heart naturally yearned after the only familiar face before him. On the last occasion Babu Kristodas had tried to extricate him from a difficulty, which, an old habit of doing things without consulting anybody, had led him into. The only important business before the meeting was to form the sub-committees of Finance and Assessment Appeal and the passing of the lighting and police rates. The Commissioners had already made a list of members who are to serve on these committees and Sir Stuart Hogg had a list of his own. His list he *had not circulated* but it was suddenly placed before the Commissioners for sanction. And what a list! Shall we analyse it? But it is not necessary, the list itself will need no comment. On the Finance committees there were *seven* Europeans and *seven* natives besides the inevitable Chairman and his vice. Now who are these seven natives? First of all comes Moulavee Abdul Latief who is an enchained tiger, then Babu Jagadanand. Then follow the names of Babus Digambar, Krishto Dass, Rajendra Lala, Jogesh Chandra and Gopal Lal! Babu Jadu Nath Ghose urged that the ratio of two-thirds to one.third should be also observed in forming sub-committies. Others supported him, but the Chairman managed to over look this important proposition and placed his resolution dexterously to the vote. No sooner was it done than Mr. O. C. Datta rose and seconded it! Mr. Datta! This is your first offence and we shall spare you. In a hurry Babu Krishtodass rose and proposed a few other names.

This was a right loyal move but why was the name of Raja Harendra Krishna proposed? He could not vote for the people and his nomination only strengthened the Chairman. It is thus Babu Krishtodas tried to please both the rate-payers and the Chairman, and we can venture to say, of the sixty turbans present, none, except Babu Kristodass would have proposed Raja Harendra Krishna. The Chairman was shewing signs of impatience. He was intent upon hurrying thro' but here was an obstruction. He began to fret and frown and loudly exclaimed against admitting "too many" members. There was utter confusion and nothing better was desired by the Chairman. Amidst this confusion Dr. Banerjea proposed another name The Chairman looked daggers and began to pour out his usual "too many" "most inconvenient" with such threatening gestures that *no more name was proposed*. Here it may be asked why the Commissioners did not propose others upon whom they have confidence, there was nothing to prevent them, and we have nothing at present in hand to defend them. We blush to say that they did not propose other names and the only excuse they have is, that they were new men and they were too much confounded. But as to the complaint of the Chairman of "too many" may we inquire whose fault it is there they were too many? He alone selected *sixteen* names and the Commissioners only *six*. Three would have quite satisfied us if the Commissioner had been permitted to select their own men. But the Chairman proposes sixteen names and when the Commissioners propose some names of their own he loudly complains of the inconvenience he is put to.

As in the Finance Committee so in other committees. Then came the subject of the lighting and police rates. Of course the police rate is a thing too sacred for Commissioners to meddle with. The Chairman said that the lighting rate could not be reduced from its maximum 2 per cent; nor the police rate could be reduced. Babu Krishtodas Pal echoed the sentiments of the Chairman, and said almost in his words that, it was impossible to reduce the lighting rate, and that the police rate could not be reduced without *impairing its efficiency*. What does Babu Krishtodas Pal mean by the efficiency of the police we should like to know. There are others who consider that there is already too much efficiency in the police and oftentimes disagreeably so. Neither does it sound very pleasing in the mouth of an independent native gentleman the advocacy of the efficiency of police force in India. Well, the lighting rate could not be reduced so said the Chairman and so said Babu Kristodas Pal and the Commissioners passed it. But according to the Chairman's own shewing, be expected a balance of about half alac from that rate, which is to be extorted from the rate payers and to remain idle in the coffers of the Municipality.

The last move of the Chairman was to change the day of meeting from Satuarday to Wednesday. He was especially anxious that the House rate should be settled on a Wednesday. He gave his reasons why he asked them to reconsider the matter; (the matter was considered only last week by a large majority) personally *he had no objection*, but then it was represented to him &c. &c. and he would therefore propose that the adjourned meeting be held next Wednesday. The members were awe-struck, awe-struck at the boldness of the proposal. They were so greatly surprised that it took them some time to recover from it. This interval was taken advantage of by the Chairman; he declared that the meeting will be held next Wednesday and rose The members rose mechanically, but they regained their senses. A few seconds more and Sir Stuart had carried the day. As fate would have it, they recovered their consciousness at the last moment and as if in atonement for their past neglect all cried "Saturday" in chorus. Sir Stuart Hogg is now going home on leave.

—000—

HOW NATIVE SERVANTS OF RANK TREATED IN MADRAS.—If enlightened Bengal has, of late, shewn several instances to the world, how the prestige of the British Government is maintained by some of its favored servants; benighted Madras has its like tales of over-zealous Magistrates of indomitable perseverence and restless energy. The Weld case is one which has its few paralells in this country. It has thrown a mass of light as to how India is governed in the Moffusil under civilized notions. We shall mention to-day two analogous cases and how they were dealt with by the Government of Madras. In both these cases the accused were native Hakims.

Sub-Magistrate Alaga Sundrum Pillay of Kalasagarapatum was convicted on a charge of bribery by Mr. Deputy Magistrate Underwood of Tennevelly and sentenced to rigorous imprisonment for one year under section 161 I. P. C. On appeal, the sentence was confirmed but it was commuted to a sentence of simple imprisonment. The prisoner appealed to the High Court, but there being no material error in point of law, it was at once rejected. As a last resort, the prisoner petitioned the Government itself and the Government taking pity upon a servant who had served it faithfully and suspecting some unfair proceeding asked the High Court as to the merits of the case. The High Court remarked that there was an appeal in this case but there being no error in point of law it was rejected. "Three of the Judges had, however, gone over the evidence and they agreed in considering the case against the Sub-Magistrate a *pure concoction*". The High Court also recommended the remission of the sentence. The Government accordingly released him from prison, and reinstated him in his post, and paid arrears of his salary from the date of his removal. Mr. Underwood, the Magistrate was deprived of his Magisterial power, and removed from the District of Tinnvelly. This was the work of Lord Napier's Government.

Now we shall give the account of a case exactly similar. M. Setu Row, late Tehsildar and Magistrate of Museri Taluq, was charged by Mr. Moore, Head Assistant Collector with bribery and sentenced to nine months' imprisonment. The case was appealed but the sentence of the Lower Court was confirmed. The prisoner had, then, as usual, recourse to the Local Government but in his case, the Local Government declined to interfere. He had also moved the High Court, but as there was no material error in point of law the High Court could not take up the case. This restricted power of the High Court, we consider, a great misfortune to the country. Considering how our Magnates are moved to action by every breath of scandal and seeming disrespect on the part of their victims. it would be a great protection to her Majesty's loyal subjects in India, if the High Courts were invested with larger discretionary powers in matters of reference. If Alaga Sundrum had not moved the local Government, or had not the local Government taken pity upon him, he might have served the full period of his unjust sentence, and been in disgrace and a ruined man for ever.

To resume our narrative of Setu Row's c Whether he has suffered justly or unjustly, He

alone knows, and Lord Salisbury will have to decide, for the case is now before him. But he was pursued with a determination, zeal, and zest which an Anglo-Saxon alone can display. Sentu Row is a Government servant of twenty-four years standing and has excellent certificates from all those under whom he served. He might have ere long retired with a pension but it was destined that he should come in contact with Mr. Moore. We shall shew how he and Mr. Moore began to dis agree.

Shun Magum Pillay and his cousin-in-law Allagathal held a joint property and they constantly quarrelled. The latter triumphed for a time but subsequently Mr. Moore departing from the course pursued by Messrs Clogston, Austin, and Happel, his predecessors in office put Shum Magum in possession. This proceeding on the part of Mr. Moore appeared somewhat strange and malicious people raised ugly rumours against him. It appears the prisoner was in favor of the claim of the other party and this caused a breach between the two *hakims*, European and native. Just at this time the prisoner had a private conversation with Mr. Penington the District Officer. Mr. Moore says in his deposition that he acted the part of a spy or in other words *overheard* the conversation. In that conversation the prisoner is said to have charged him before Mr. Pennington with bribery. Mr. Brandt who tried the case writes to the Board, "Mr. Moore was personally interested in the prosecution." The accused was transferred to a distant station by Mr. Pennington without the sanction of the Board at the request of Mr. Moore. The prisoner removed, Mr. Moore set about collecting evidence. At one time he rushed into the house of the prisoner all on a sudden with a search warrant in hand to see if he can find anything. This was illegal and unauthorized.

The Board however got inkling of what was being done and passed the following order. "The Board consider it most objectionable in every way that a Tehsildar should be sent away to a distance in order that serious charges against him may be inquired into in his absence and behind his back." The Board however could not interfere in the doings of the *Magistrate*, Messrs Moore and Brandt, who were making departmental inquiries into the conduct of the prisoner. The day for the departmental inquiry was fixed, when lo! it was announced that it was to be a criminal trial! Thus the prisoner was taken unawares and while Mr. Brandt sat as a Magistrate Mr. Moore instructed the prosecution. The evidence was taken *privatley* under oath by Mr. Moore and when the prisoner procured Counsel from Madras he was not allowed to cross-examine the witnesses tho' they were all before the Court.

We have very little space to give an account of the doings of the Executive in details. We shall therefore presently conclude. The tehisildar was convicted and on appeal the sentence was confirmed in two counts and annuled in that of one. At the Appellate Court Mr. Moore was found busily engaged in advising the Public Prosecutor. But how did he go there? He only absented himself from Head quarters without leave, and tho' not authorized by the Magistrate, he took upon himself a knight-errant's task in giving his aid to the Prosecution.

The prisoner thus sums up in his memorial to Lord Salisbury :—"Your Excellency will kindly notehow Mr. Moore conceived a malice against Memorialist; in what sudden and summary manner he was transferred to a station 100 miles away from Museri; how, in his absence, the charges were got up without the sanction of Government; how notorious perjurers, convicted criminals and enemies of Memorialist were taken in marked favor and stirred up against him by Mr. Moore; how Mr. Moore, without being legally authorized, issued a warrant for the search of Memorialist's house, himself having gone thither to institute the search; how he biased the mind of Mr. Bandt; how the criminal trial was misrepresented as a departmental enquiry until the hour for hearing came on; how witout availing himself of the privilege leave he had obtained, Mr. Moore went with his whole office to the scene of the trial which was not under his charge, in order to bring the influence of his personal presence at court to bear upon the course of the trial; how frail and contradictory was the evidence offered by the prosecution; how the evidence of the defence witnesses was tampered with, though they were persons of stainless character and two of them were actually associated with the prosecution; and how the convicting Magistrate refused to receive some of the evidence offered in defence—evidence of a character which would have *totally* upset the theory of the prosecution. Surely, my Lord, this case seems almost unprecedented in the annals of Anglo-Indian Justice."

Now a word or two about the evidence. The prisoner did not select witnesses of his own. They were those that were stated by prosecution to have been present on the occasion of registration and on that of payment of bribe. These witnesses were not however cited by prosecution tho' so necessary to support their theory. The Court, whose object is only to get at the truth, also did not deem it convenient or necessary to call them and they were called by the defence. These witnesses however furnished a statement utterly damaging to the theory of the prosecution. There now remains to see who were the witnesses for prosecution. They were no other than the same Shunmugam Pellai and his men. This gentlemen had repeatedly charged the prisoner with bias in favor of his opponent Ullagathal. The case then stood thus. Shunmugam and Ullagathul quarreled and harrassed each other with law suits. Mr. Moore sided with the former and Setu Row with the latter. The quarrel was thence transferred from suitors to the hakims. The case is something like Warren Hastings *vs.* Nanda Coomar. Messrs. Moore and Setu row charged each other with bribery and the result can be easily conceived.

## SCRAPS AND COMMENTS.

The *Bombay Gazette* thus advises those who are troubled by mosquitos :—

"Any one who has sat at a window in the early dawn or the evening twilight may have noticed a double stream of mosquitoes, one flying out and the other flying in. The latter is the new generation, just emerged from the *pupa* state. They fly into the house in the morning for shelter of course, but what makes them come in in the evening, it is difficult to say, unless they have a sense that tells them where they can get blood. Certain it is that these newcomers are ravenously hungry, and at no time are mosquitoes more annoying within doors than between sunset and lamplight. In this connection it is useful to know that as it gets dark inside the house first, the mosquitoes there become astir and begin to fly out, before those that are outside begin to come in. So a room may be kept clear of mosquitoes in the evening, by watching them fly out, and shutting the windows just when the opposite stream begins to fly in. The windows may be opened again when the lamps are lit, as the mosquitoes then fly round the light and are not so troublesome.

The Allahabad paper says that the reductions in the Education Department in the North-Western Provinces will probably be as follows :—

"The Bareilly College is to be abolished, the justification being that it has under 30 students, and costs the Government Rs. 30,000 a year. The Meerut Normal School will also be abolished. The number of sub-deputy inspectors will be reduced to one for each district. The normal schools for mistresses at Bareilly and Benares will be closed. Expenditure on girls' schools will be cut down to about a third of its present amount. Anglo-Vernacular subscription schools will cease, as a rule, to be aided, and grants will be withdrawn from schools in places where the existing Government schools are considered sufficient for the educational requirements of the people. A general notice to managers of aided schools has been issued to remind them that grants are annual, and may psosibly be discontinued. Many such grants will, no doubt, be reduced or withdrawn, but efficient schools in places where they are really wanted will not suffer much, we understand. We may mention, however, that the abolition of the law professorship at Allahabad, which must not be forgotten—while we are making out a complete list of educational economies—was held to be justified by the facts that it cost about Rs. 11,000, and only turned out five or six pupils a year. Law students must be prepared to pay a large share of the cost of their professional training if they want the Government to help them."

The N. W. P. Government ought to have left the half-starved Education Department alone. Such impolitic reductions as they propose are sure to create discontent throughout the length and breadth of the country.

The *Englishman's Saturday Evening Journal* thus argues against trial by jury :—

One of the strongest arguments against trial by jury is, I have always thought, the utter unfitness of nine men out of ten to be trusted with the task of determining the value of evidence, unless of the most obvious siguificance. Nothing could be more erroneous than the old notion that any twelve men of ordinary capacity may be expected to arrive at an accurate judgment on the facts of most cases brought before them. The fact is that the capacity for weighing evidence accurately is extremely rare, and can seldom be attained, with special training; and, without such training, nine men out of ten, even in the most ordinary matters, generally jump at conclusions in a way which leaves a very wide scope, indeed, for error. Coroner's juries are, perhaps, worse than any other class of juries, and in Calcutta they seem to be worse than Coroner's juries elsewhere. They seem to be wanting not only in judgment, but in the very desire to perform their duty to the public satisfactorily. In the explosion inquest, and in the inquest in the case of suicide, held on Wednesday last, the proceedings of the juries were characterised by dogged imbecility. On the former case, I have already commented. In the latter, their failure was the less excusable as their duty was plainty pointed out to them by the Coroner. The statement of the native doctor, that he was not in the habit of using the stomach-pump in cases of poisoning by arsenic, because recovery was rare in such cases, is a curious illustration of the kind of logic by which, in an Indian Hospital, the treatment of patients who are not important enough to secure the attention of the European staff is governed. Surely, the public have a right to expect that the more difficult it is to cure a case, the more exhaustive and diligent the method of treatment will be. But, no; your native physician appraises the chance of recovery on the system of averages, and then weighs it against the trouble of treatment, and acts accordingly. One would be glad, of course, to think that such a mode of reasoning and conduct in cases of life and death was exceptional, even among natives. But what are we to say, when we see the native press extenuating it, and charging those who condemn it with being actuated by race-hatred?

If trial by jury is a mistake charity must begin at home, and the reformation must be first in the enlightened and ruling country.

A correspondent writes to the *Delhi Gazette, 26th October* :—

A few days ago I happened to meet an old acquaintance of mine, a real Rajpoot kisan from the Eastern Dun, and as he appeared eager to enter into conversation, I gave him a patient hearing, though pressed for time on my journey and he readily commenced giving me the following account. He said, that about a month ago he and his party had broken up a new plot of land with much toil and labour, and had grown a very good crop of rice on it, which was just ripening, when a large herd of elephants entered the crop for two successive nights, and what with eating and trampling down a large portion of the crop, they had lost more than sixty maunds of grain which they expected to reap in a month, and the trodden down portion was so hopelessly destroyed that they were obliged to cut it down for their cattle to make the only possible use it could be applied to, though not without considerable labour. He said, that formerly, when their shikaries resided in the village, they used to be posted in positions to guard against the approach of elephants and other wild animals, and that they were only too glad to keep the shikaries supplied with ammunition and a certain quota of grain at the end of each harvest. The shikaries were posted on high *machans*, two at each point, and by the report of their guns fired about the time wild animals used to enter their fields they were very successful in keeping them out, but that since the late panic or order prohibiting the use of fire-arms, and the impossibility of obtaining permission to keep fire-arms, and the reported dread that many shikaries had their guns taken from them, his shikaries had secluded their guns, the result of which was no ordinary evil and misery to them. He said that he has heard that the great Lord Sahib was the most beuevolent hakim India had ever seen, and could not conceive how such a ruler could have been induced to give such restrictive orders as to prohibit the use of fire-arms in such a country as the Dun, and that he could scarcely believe the current opinion that such orders were entirely given to prevent the destruction of game, and that gentlemen shikaries should only be allowed to shoot game; and remarked that for every score of game killed by gentlemen during the season, one did not fall to the toilsome lot of the village shikaries, and every morsel of meat thus obtained fell but in small shares to the chosen few eager for flesh at a season when thousand of deer and pigs entered their fields, which sahib sportsmen had no idea of, and while they were chiefly living on coarse chuppaties, rice, boiled ghooeas (Colocasia Antiquorum) and salt, oorud dhall and oil only falling to the lot of those who could labour hard; that a little meat to them during the monsoons was a treat nobody else but the hungry could appreciate, while the tables of the Sahib-logs, even out shooting, were creaking under the load of unknown luxuries to them. That he had of late heard of the loss of many lives and much destruction of produce owing to the late restriction about fire-arms.

Considering the immense power possessed by the British Indian Government and the utterly helpless condition of the natives of India, it is sheer cowardice, to say the least of it, to deprive them of the means of defence from wild animals. Is the Government so weak that it dares not trust the people with firearms useless for the purposes of war?

The following admirable little story is published on trustworthy authority.

A little boy eleven years of age, residing in a small village in Bohemia, wrote, without the knowledge of his parents, to the Emperor of Austria, a letter, of which the following is a translation; 'Mr. Emperor, at Vienna: I should like to become a priest or teacher. My father is a poor weaver, and has no money. Have the kindness, Mr. Emperor, to send me some money, that I may learn to be a priest or teacher, just as you wish. I salute you, the Mrs. Emperor, and the children. (Signed.) Joseph Bennesch." This letter duly reached the private secretary, and was forwarded to the Emperor in Hungary. The innocent style of it found instant favor, and shortly afterwards the burgomaster of the village in which the lad resided received an official telegram to inquire and report on the case. All turned out satisfactorily, and the school inspector of the neighboring town of Zwittau was instructed to give the boy board and lodging and every needful facility for his education.

So little Joseph's ambition, thanks to imperial kindness, is likely to be satisfied.

The Editor of the *Statesman* has addressed the following letter to the Government of Bengal :—

Sir,—I have the honour to request that the proceedings of the Government of Bengal, in the case of Mr. Clay the Joint Magistrate of Rajshaye, whose decision in "the dog case" was reversed by the High Court, may be placed with all the correspondence therein in the Editors' Room. I have also to ask the same favour in the case of Mr. Rattray, the District Inspector of Police, Chittagong, and that the proceedings connected therewith may also be placed in the same way at the disposal of the public. A grave scandal also has arisen, as His Honour must be aware, out of the Legal Remembrancer's application to the High Court for a review of the proceedings of the Chittagong Court in the Fennuah case; and I have to request that in this case also, the instructions under which Mr. Bell acted in moving the Court, may be placed in the Editors' Room. The Government must be well aware of the interest felt in these cases; while the public has a clear right, I submit, to be informed fully concerning the facts of each. No interest whatever can be served by refusing to communicate the proceedings in question to the public, and I cannot doubt that His Honour the Lieutenant-Governor will direct them to be placed in the Editors, Room. B. KNIGHT.

The Delhi Assemblage does not seem to find favor in England too. The London correspondent of the *Bombay Gazette* says :—

The coming Durbar at Delhi meets with some opposition here. In fact, I believe it receives no very cordial approval even in the India Office. Why, it is asked, and some of the Radical papers have spoken very plainly on this point, should the Government put India to a cost of half a million for a *spectacle*, at a time when her Exchequer is so low that she has had to suspend expenditure on public works? It is also pointed out that trade in India is very bad, and that the Native Princes, already suffering for the expenditure entailed upon them by the Prince of Wales' visit, will now incur another great burden of debt for transference to the shoulders of their unhappy subjects. Politically, too, what good is to be gained by summoning the Princes together in order that they may have it dinned into their ears that they are a subject-race, to say nothing, too, of raising those endless questions of precedence which are so dear to the heart of every man who holds a title? News already to hand of the Nizam's refusal or inability to go to Delhi, suggests one class of danger that such a gathering may provoke. If the proclamation of the Queen's title deserved any fanfarronade at all, it shoul have been made before the Prince of Wales left India. With reasonable tact and management the Government ought to have secured that end.

Says the *Madras Mail* :—

"We understand that Mr. J. H. Nelson, C.S., the judge of Cuddapah, is about to publisb a work on Hindoo Law, of which the professed object is to show that all the principles laid down by the High Court ever since its establishment are more or less erroneous! Mr. Nelson's attempt would seem to be rather venture some, and we await the publication of his book with much interest. If the High Court has been working in the dark all this time, and establishing all sorts of erroneous principles of Hindo Law, our Aryan brethren who happen to have property may yet have rather a bad time of it.

The *Home News* says :—

There has been an extraordinary change within the last ten days in public opinion on the policy of the Government, and the "question of the "East." The *Times* has now veered completely round, deprecates all demonstrations—one of which took place in St. James's Hall on Tuesday night, when Mr, Stansfeld harangued a not very numerous audience, while another was attemptiug the same ofternoon in wretched weather in Hyde Park—and calls Mr. Gladstone severly to account for lending his eminence and influence "to such displays," and for "addressing to tho chairman of their meetings such a letter as that which he has just writ ten." "If," adds the *Times*," he thinks it his duty to overthrow the Government, let him at least wait till the critical moment is passed. When Ministers are straining every nerve to secure. a peaceful discussion of the situation, they should be supported by every man of influence in England."

Says the *Indian Spectator* :—

"A correspondent of the *Indian Public Opinion* says that Lord Macaulay shewed his thorough knowledge of the English public, when he said that they had periodical fits of morality, after which the national conscience went to sleep for many years, till aroused to another paroxysm. The last paroxysm, accrding to the writer, has been brought on by the reports of atrocious outrages committed by the Turks in Bulgaria. "A howl has been raised, unjust because one-sided ; statesmen have forgotten prudence, bishops and clergymen have forgotten charity ; women have forgotten tenderness, men have forgotten reason.' This is a vigorous attack against those who rave about the Atrocities of Bulgaria. The writer says he himself is no great admirer of the Turks, and he dislikes and abominates the Turkish atrocities as much as any man ; but he thinks that there are two sides to every question, one of which the British public look at ; the other they refuse to examine. "The philanthropic agonies of the British public are only aroused when the evil doers are weak states." The writer then proceeds to prove his assertion. Turkey cannot be allowed to seize a part of Servia, either as an indemnity for war-expenses, or as a protection against future hostilies. Of course not ! Turkey is weak, and can do nothing against its enemies. England can afford to dictate to Turkey ; England, however, did nothing, when Austria and Prussia dismembered poor, brave Denmark. "The growing German giant struck down, at Sadowa, its late brother robber of Austria : England remained inactive." England was inactive when Germany wrested two valuable provinces fron France, and none assistsd her, though M. Thiers went the round of all Europe vainly begging for one word of remonstrance. The Circassians and Georgians of the Caucasus were trampled under the feet of Russian soldiers and driven into exile in Siberia : England remained inactive. England did nothing in the cause of humanity, when the Poles were crushed under Russian heels and it was made a law that to speak or to teach the Polish language was a crime. "Poland rebels---Russia grinds it to dust : Russia is strong--be silent. Naples rebels—Ferdinand bombards it into submission, Naples is weak—call Ferdinand Bomba—he is tyrant—an enemy of mankind,—down with Bomba and all his family ! Poland rebels—Russia sends her thousands in life-long penal servitude. Russia is strong--be silent. Bulgiva rebels.---Turkey, too, slays her thousands and sells only her hundreds to servitude : but Turkey is weak !--woe to Turkey !---downwith the Mahomedans !---expel them from Europe ! "There ! ! !"

It must be admtited that these are incontrovertible facts, and the correspondent of the *Indian Public Opinion* is rightly indignant at the conduct of the British public. But everything in these degenerate days must be sacrificed to policy. Man must be virtuous on principle, and if he is termed a hypocrite, why the world errs. The writer praises Lord Beaconsfield for taking no violent steps against Turkey. Does he think that the Minister has been inactive from a sympathy with the weak ?

The *Army and Navy Gazette* says:—"Threre is not a particle of truth in the report to which the *Pioneer* gives circulation, that Sir Salar Jung distributed large sums before he left this country, to promote the restoration of the Berars. It is astonishing that a respectable paper should lend its columus to such reckless fabrications, and it is very discreditable, moreover, that any journalist should seek to injure the reputation of one in Sir Salar Jung's positions. by scandalous imputations. The unnamed persons who are supposed tn have been bribed are creatures of the *Pioneer's* imagination, and it would, therefore, be as useless to try to find out who they are as it was ludicrous to deliver a lecture on the impolicy of brbiery, on the ground that it casts suspicion on the advocacy of those who urged the ustice of restitution from the highest motives. That was, we admit, very artful, but the affected regret might have been spared. The fact is, as an Indisn paper states, Sir Salar Jung spent very little money in his tour and in his visit to Great Britain."

As an instance of the outlay being incurred by the Native Chiefs attending the Imperial Assemblage at Delhi, the Nizam offered Rs. 60,000 for a suitable house for a month. A European contractor purchased the dilapidated building known as Metcalfe House, and anticipates putting it in complete order for Rs. 50,000, thus recouping himself at once for the cost of the building.

The following special telegram from Maisur appears in the *Madras Mail* of Wednesday last :—

The statement regarding the prohibition on export of grain to the Wynaad is incorrect.

There is great distress in Mysore and this district Grain is very scarce.

The civil authorities are encouraging merchants to import supplies.

It is said that Mr. Bryce, an English Barrister ascended Mount Ararat, and brought down with him a portion of Noah's ark, and that an English company is being formed to take the entire ark to pieces and set it up bolily, after making some money out of it in England on the top of Tracadero !

"The following interesting particulars of the voyage of the *King Cenic* have been sent to the *Bombay Gazette* Ship *King Cenic*, Captain Betts, 1,490 tons, from Liverpool (June 14th), experienced heavy gale in 10 W., 7 days out, crossed Equator in 310 West. On July 30th, between Tristan and Acunha and the Cape of Good Hope, encountered a heavy gale of wind from N. W. At 8 A. M. this day a tremendous sea broke outward, bursting in the main hatch, washing hatch houses, and boats away smashing in the front of cabins, destroying all stores and cabin furniture ; also washing overboard a lad, Ernest Rawdon, who although he was seen to be swimming bravely, was unable to render him any assistance. Hove ship too and repaired damages as well as possible. After repairing damages, kept ship off again with small bags of oil towing on each quarter, the effect of which on the sea was something wonderful ; no sea breaking on board afterwards. Experienced fine weather after this. Arrived in Bombay on October 27th."

The "Indian Daily News" is responsibie for the following :—

It is sometimes considered unfortunate for the Indian Press that it cannot have the impersonal character of the press at home. None perhaps suffer from this more than those whose duty or misfortune it is to occupy the most responsible position upou Indian papers. Their every movement is apt to be canvassed as if the public had a right to know their private arrangements and intentions, whereas they have a right te the same privacy as the most obscure members of the community.

It has qeen publicly mentioned that certain changes are being made in the personal of the staff of the *Englishman*. Mr. Newcomen, it has been said, will take over editorial charge from Mr. Furrell, who will shortly proceed to England. Without saying, or perhaps even without meaning, that Mr. Furrell's retirement is for good, such a statement will lead many people to that conclusion, especially when read with the statement of Mr. Furrell's connection with the press for nearly twenty years. We believe the facts of the case to be these. Mr. Furrell has undoubtedly been practically editor of the *Enylishman* from the retirement of Major Fenwick. Mr. Barclay was for a time nominal editor ; but was really in menagerial chango of the paper, until ill-health necessitated a charge. On Mr. Barclay's retirement for a time, the whole charge, editorial and managerial, fell upon Mr. Furrell. Mr. Barclay returned to resume his duties this year, but was again obliged to retire, still leaving the whole responsibility upon Mr. Furrell. Any one who has an idea of what that means will easily understand that an iron man almost would break down under it, and the time has come for Mr. Furrell himself to have a short period of rest. Mr. Newcomen has arrived to take up the position of manner of the *Englishman*, which Mr. Furrell only occupied as a temporary arrangement, and we are quite sure that the public will be pleased to see Mr. Furrell resuml the editorship after a brief and well-earned rest.

The *Pioneer* says :—

"If our Government is able to do these things and yet stand where it is, the administration of all nations for the vigor and the prestige of its rule, then such another Government does not exist, and has never yet existed on the face of the earth. We fear that it is with this as it is with all other Governments. If the contents of the body politic, as our contemporary of the press would have it, were laid open, we fear it would be much the same as if the inside of the body human were ripped out : It would be all guts and midriff—neither pleasant nor tolerable to sight or smell.

This paper was very funny with our article "The reign of Satan" in which we tried to prove that the world was gradually getting wickeder ! Now he admits that the acts of the Government would not bear inspection if thrown open to the public !

"An unfortunate love affair it was I believe which led to the Duke of Connaught's being sent to Gibraltar, last year. His Royal Highness's visit to India is prompted by a desire on the part of his Royal Mother, that he should acquaint himseif with every requirement of the Army to the supreme command of which he is destined in due course to sueceed. India may again play an important part in the history of the British Army one of these times, a more important part than it ever has done yet. Should this fight for supremacy between Great Britain and Russia come, as not a few seem to think it must, how very desirable it will be that the officer to whom is entrusted the direction of the Military Machine at home should possess an acquaintauce, be it ever so slight, with the peculiarities of military etablishments there, and an appreciation of their wants. When the Duke of Connaught is to proceed to the East no one knows ; that he will be sent there before very long is among the things which are certain. When His Royal Highness went out to Gibraltar, it was with the distinct understanding that he should be allowed to do much as he liked. He will embark for India under different conditions, and conditions which will enable him to appear before the British nation in a light which will be very much more congenial to his tastes, that is to say, as a soldier employed in the duties of his profession, not as a Prince following the promptings of his princely inclinations.'

The following letter from Barrisal regarding the Cylcone appeared in the *Daily News* :—

A terrific storm swept over this station last night, and probably over a considerable part of the district. I dread to hear the tales of ruin and suffering which will probably shortly reach me. But just now I can only speak of what has happened close by me, and try to hope that the ravages of the storm have not extended over a very wide area. All yesterday the sky wore a threatening appearance with heavy masses of cloud working up from the East, and a little rain fell in the early part of the day. But towards night-fall, there was a drizzling rain with the wind a little north of east. As the night grew, the wind and rain increased, aud by ten o'clock it was evident a real storm or gale was coming on ; the wind came more and more to the north, and then veered to the North-West, ever increasing in fury as it moved more to the West ; by half past 1. A. M. the wind had reached its highest fury. In the night it was not possible to learn much of the mischief which was surely being done. My chum and I had all we could do to keep the enemy out of our house, by carefully fastening doors and windows, and using rope wherever we discovered any sign of weakness in our defences.

We occasionally got peeps outside the house, and saw *kutcha*, godowns, and their contents playing frantic gambols in the wind. A great part of the verandah of our house was blown away. The crash of falling trees and the roaring of the wind were for a time frightful. At about four o'clock the wind abated considerably, and thoroughly tired, we lay down for an hour's sleep. When daylight came, we were able to see something of the devastation done. Our garden we found utterly demolished, many of the trees blown down, or stripped of their branches, most of the houses in the adjacent villages level with the ground, and the poor people shivering in wet clothes, and many of them with no shelter from the cold and still falling rain. On proceeding to the bazar we found the roads blocked up by prostrate trees and branches. We passed the racket court, the sides of which were blown down. In the bazar the destruction was almost complete so far as *kutcha* houses were concerned ; there is scarcely a house standing, and many of the *pucka* buildings were more or less damaged. Happily not many of the occupants of the bazar have their houses there or their families with them. But in the neighbouring villages where are the homes of thousands of the poor, the suffering will certainly be very great, and the greater owing to the very general prevalence of fever in all this region at the present time. It is painful to think of the distress last night and to-day of a considerable number of sick ones, without shelter or suitable medium and food. The people will be inconvenienced not only by the destruction of their houses, but also of much of their property in clothes and food, blown away, or spoiled by the rain. I have not heard yet of any loss of life on land, but no boat could have lived on the river, and this morning I saw many sunken boats, and heard that many of the passengers or crew were missing, and there is reason to fear that many lives were lost last night. Should I obtain further particulars of this storm, I will write to you again. Compared with the May cyclone of a few years ago, little damage has resulted to Dacca from the breeze of Tuesday night. The chief reason of the difference is that, on the former occaison, it blew very strongly from the South, the consequence being that, everything afloat on the Dacca side of the river was literally smashed to pieces, and the whole strand was one mass of wreck. But, on Tuesday night, fortunately, the wiud was off the land save for an hour or so that it blew from N. N. W., and even then, it was not fairly down stream, as the Dacca river lies nearly east and west, the Dacca bank, therefore, was almost completely sheltered. What the effects may have been in the district, and on the large rivers, has yet to be learnt. There is reason to apprehend that the accounts will be very disastrous, particularly as at sunset there was no positively certain indication, to the inexperienced eye at least, of a coming cyclone. The muggy weather of the two previous days, however, would probably have served to detain ladened boats under shelter."

The *Lucknow Witness* says :—

"It seems that an iuquiry was not long since made concerning the proneness of the natives of India to disease of the spleen. All the prisoners in the Province of Oude were subjected to a special examination, and it was ascertained that out of 13,684 persons only 98 had enlarged spleen, being a trifle over 7 per 1,000. It would be interesting to extend the investigation to other parts of India, with a view to ascertaining whether spleen enlargement is more common elsewhere than in Oude. In the lack of further information, it must, however, be presumed that the odds against any particular native having enlargement of this organ are as 903 to 7, which is a sufficient reply to the apostles of the "spleen theory."

The Indians too assault their servants but how many are hauled up for murder ? Either the Europeans assault more violently or the "spleen theory" is not a correct one.

The N. W. Frontier is to be strengthened any how. Such is the present policy of Lord Lytton. Khelat is to be annexed to the British territories in spite of the long-abandoned annexation policy. Further we learn from a telegram from Lahore, received by the *Statesman* that Sir Lewis Pelly and Major Henderson are proceeding to Mudhapore to join the Viceroy and meet the Maharajah of Cashmere, with the object of determining on "the appointment of a Resident and force in Cashmere and the adjoining valleys. It is believed that steps will be taken to overrule the objections of the Maharajah in consequence of his utter inablity to improve the position of the Frontier."

The English Clubs are always very particular in the admission of people as members. Sometimes the membership of a certaiu Club is regarded as a passport to good society. But the members of some of the Clubs, it appears, are not much noted for their morality :—

Club scandals, says a London correspondent are beginning to be rife again, and from what I hear, the *World* may go on writing, more articles on the "Deterioration of Society." The inconceivable baseness of borrowing money from club servants and then not paying them, has occurred in more than one establishment in the parish of St. James, and in one instance a member induced the hall porter to cash two cheques for him both of which were dishonored. And this man is a gentleman by birth, well connected, in the army, &c. What are we coming to ? Then two members of a certain club had a little bill transaction. One drew and the other accepted the document in question, and when it came to maturity and the holder presented it for payment, there were no effects. The two gentlemen were written to, and both of them with a nerve that a San Francisco adventurer might envy, declared they knew nothing about it aud that the bill was a forgery !

## ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

| | | Rs. | As. | P. |
|---|---|---|---|---|
| Chintaman S. Karadikar Esq., Tanna | ... | 10 | 0 | 0 |
| Bhowsankar Narayan Sankar Esq., Surat | ... | 5 | 0 | 0 |
| Secry., N. G. Library, Hydrabad, Daccan | ... | 5 | 0 | 0 |
| Vittal Bajaji Esq., Bombay ... | ... | 5 | 0 | 0 |
| C. Ganga Rao Esq., Salem ... | ... | 2 | 8 | 0 |
| Ganesh Wasudeo Josvi Esq., Poona | ... | 5 | 0 | 0 |
| Jamsedja Bamonshad Espr., Broach | ... | 1 | 4 | 0 |
| C. Ranga Rao Esq., Salem, Madras | ... | 2 | 8 | 0 |
| Dadajo Shitaram Kothere Esq., Bombay | ... | 5 | 0 | 0 |
| Secry., Public Library, Camp Deesa | ... | 0 | 13 | 6 |
| Narsilal Pranlal Esq., Bombay ... | ... | 5 | 0 | 0 |
| Secry., Reading Room Darampory | ... | 1 | 4 | 6 |
| Secry., Shapore Reading Room Surat | ... | 5 | 0 | 0 |

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

করাতে অনেকে অনুমান করিতেছেন যে ইংরাজেরা মুসলমানদিগের ন্যায় বিলাসপ্রিয় হইবার আর তত বিলম্ব নাই কিন্তু মুসলমানেরা বিলাসপ্রিয় হইয়া আপনারা উচ্ছিন্ন গিয়াছেন, তাহাদের পতনে ভারতবর্ষবাসীদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, ইংলিশ গবর্ণমেন্ট যদি বিলাসপ্রিয় হইয়া নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যান তাহা হইলে আমরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে রসাতলে গমন করিব।

---

ফরিদপুরের বাবু পূর্ণ চন্দ্র নামক এক জন জমিদারকে তাহার প্রজারা হত্যা করে। এই মকর্দ্দমা অনুসন্ধান করিতে এক জন ইনেস্পেক্টর যান তাহাকেও নাকি প্রজারা হত্যা করিয়াছে। ইনেস্পেক্টর প্রকৃত হতৎ হইয়াছেন কি এটী জনরব মাত্র তাহা আমরা জানি না। বাঙ্গলার প্রজার দিন ২ যেরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে তাহাদের পক্ষে দুই এক জন জমিদার কি ইসেস্পেক্টর হত্যা করা অসম্ভব নহে। প্রজারা এই রূপ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজের বিস্তর ক্ষতি করিতেছে। নীল-বিদ্রোহের সময় এ দেশের প্রজারা প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করে, যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া জয়ী হয়। তাহারা সেই সময় যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে যদি বরাবর সেই প্রণালী অবলম্বন করিত তাহা হইলে প্রজার শ্রীবৃদ্ধি হইত অথচ দেশের সর্ব্বনাশ হইত না। যে বিদ্রোহের স্রোত এখন এ দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে তাহার প্রথম সূত্রপাত পাবনায় আরম্ভ হয় এবং সার জর্জ ক্যাম্বেল এই সূত্রপাতের সহায়তা করেন। এ বিদ্রোহে তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে। এই পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা জিতিতে পারে নাই, তাহারা আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। গবর্ণমেন্ট বরাবর প্রজার পক্ষ ছিলেন কিন্তু টেম্পল সাহেব কতক জমিদারদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। টেম্পল সাহেব কর সম্বন্ধে যে নূতন নিয়ম করিতেছেন তাহাতে প্রজার ক্ষতি হইবে। গবর্ণমেন্ট প্রজাকে যত ভাল বাসুন এবং জমিদারদিগের প্রতি তাহাদের যত বিশ্বাস হউক সর্ব্বোপরি তাহারা রাজ্য ভাল বাসেন। প্রজারা দিন দিন যেরূপ দুরন্ত হইয়া উঠিতেছে গবর্ণমেন্ট আর নির্বিঘ্নে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। প্রজাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা যত ভাল হউক এখনও যে তাহাদের অনেক দুর্গতি আছে তাহার কোন ভুল নাই এবং জমিদারেরাও যে তাহাদের উপর অনেক অত্যাচার করেন সেটীও সত্য কিন্তু খড়্গ হস্তে ধারণ করিয়া প্রজারা আপনাদিগকে এই উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেক না। তাহারা পূর্ব্বে যেরূপ বীর্য্য অধ্যবসায় দৃঢ় সংকল্প ও শান্ত ভাব সহকারে নীলকুঠিয়ালদিগকে শাসন করে এ সমুদয় দুর্গতি হইতে মোচন হইবার পথ ও সেই। এ দেশে প্রজার বন্ধু অনেক আছেন। তাহাদের উচিত প্রজাদিগকে এই সদুপদেশ প্রদান করা। ফেপ্টনেন্ট গবর্ণর প্রজা বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটী আইন করিয়াছেন। জমিদারেরা উৎপীড়ন করিলে প্রজারা অনায়াসে এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

---

দিল্লির দরবারে বাঙ্গলার কাহার কাহার নিমন্ত্রণ হইয়াছে তাহা প্রকাশ হয় নাই তবে কয়েক জন সম্বাদ পত্রের সম্পাদকের এবং শোভাবাজারের ও রাজ বংশেরও ঠাকুর গোষ্ঠির কয়েক জনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। মুসলমানদিগের দুই দলের দুই জন অধিপতি অর্থাৎ নবাব আমীর আলিও মৌলবী আবদুল লতিব খাঁ বাহাদুরের ও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বোম্বাইতে যাঁহাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে তাঁহারা স্পেশেল ট্রেনে গমন করিবেন। বোম্বাইর গবর্ণর ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। কলিকাতা হইতে বোধ হয় এই রূপ স্পেশেল ট্রেন যাইবে না। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা রেলওয়ে পাশ পাইয়াছেন। বাঙ্গলার লেফটেনেন্ট গবর্ণর পূর্ব্বে প্রস্তাব করেন যে বাঙ্গলার সমুদয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন বোধ হয় কার্য্যে তাহা হইতেছে না। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দিগকে গবর্ণমেণ্ট তাম্বু এবং খাদ্যাদি দিবেন। কলিকাতার নিমন্ত্রিত বড় মানুষেরা আপনাদের তাম্বু লইয়া যাইতেছেন। অনেকে ইহারই মধ্যে তাম্বু ও গাড়ি ঘোড়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহারা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত তাম্বু লইবেন।

---

ছোট দরবারে কেহ গবর্ণমেণ্ট হইতে সুখ্যাতি পত্র পাইবেন জেলার মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর তাহার তালিকা প্রস্তুতের ভার অর্পিত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটেরা জেলার কর্ত্তা। তাহাদের উপর এ রূপ ভার অর্পণ করা অন্যায় হয় নাই কিন্তু এ দেশে অনেক মাজিষ্ট্রেটিরা পদোচিত কার্য্য করিতে ত্রুটী করিয়া থাকেন অপিচ মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্রোধ ও পক্ষপাতের নিমিত্ত জেলার লোক অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং দরবার উপলক্ষে তাহারা যে সুবিচার করিবেন আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। গবর্ণমেণ্টের সুখ্যাতি পত্র যাহারা প্রার্থনীয় মনে করেন তাহারা হয়ত মাজিষ্ট্রেটদিগের ত্রুটিত মনক্ষুন্ন হইবেন। গবর্ণমেণ্ট যদি দরবার উপলক্ষে প্রজা মাত্রকে সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেটেরা যাহাতে এই রূপ রাজভক্ত প্রজাদিগের মন বেদনা না দিতে পারেন তাহার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রতি জেলায় এখন প্রায় সম্বাদ পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং সম্বাদ পত্র সম্পাদকদিগের উচিত যে এই উপলক্ষে তাহারা নিরপেক্ষ ভাবে যোগ্য ব্যক্তিদিগের নাম গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করেন এবং গবর্ণমেণ্টের ও উচিত যে মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রদত্ত তালিকার অপেক্ষা সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত তালিকার প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত না করুন সমান ভাবে দৃষ্টিপাত করেন।

---

এই রূপ রাষ্ট্র যে কমিসনার বকলাণ্ড সাহেব সত্বর বোর্ডে গমন করিবেন। তিনি দুর্দ্ধর্ষ লোক। প্রেসিডেন্সী কমিশনার পদে নিযুক্ত হওয়াবধ প্রেসিডেন্সী বিভাগের মাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত অস্থির হইয়াছেন। এমন কি ইহার শাসনে অস্থির হইয়া এক জন প্রধান মাজিষ্ট্রেট বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করার প্রস্তাব করেন। বকল্যাণ্ড সাহেব বোর্ডে গমন করিলে কে তাহার স্থানে আগমন করে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। যশোহরের বিখ্যাত স্মিথ সাহেব চট্টগ্রামে গিয়া অল্প দিনের মধ্যে প্রজারঞ্জক হইয়া উঠিয়াছেন। যদি স্মিথ সাহেব এই পদে আরূঢ় হন তাহা হইলে প্রেসিডেন্সী বিভাগে প্রজা মাত্রই সন্তুষ্ট হইবেন।

---

মাটীভাঙ্গার খালের নিকট পদ্মানদীতে কুণ্ডু বাবুদিগের চারি ঘরের প্রায় ১০০০০ মণ এবং বালিয়াটীর ব্রজেন্দ্রকুমার বাবুর ১৬০০ মণ, ভগবান বাবুর ২৫০০ মণ এবং কিশোরী বাবুর ৮৫০ মণ লবণ বোঝাই নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। ব্রজেন্দ্র বাবুর নৌকার ৮ জন মাঝি ও দাঁড়ি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। আমরা ঢাকা প্রকাশ হইতে উপর উক্ত অশুভ সম্বাদটী গ্রহণ করিলাম। আমরা ভরসা করি এ সংবাদটী সত্য নহে।

## বিজ্ঞাপন।

### EAST INDIAN RAILWAY.

*Despatch of Horses and Carriages to Delhi for the Imperial Assemblage.*

The Public are requested to communicate at once with the District Traffic Superintendent at Howrah as to the number of Horses and Carriages required to be forwarded by Rail from Howrah to Delhi, with their dates of despatch, so as to prevent inconvenience and desappointment.

BRADFORD LESLIE,
Agent & Chief Engineer.
Calcutta, 4th November, 1876.

### ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

দিল্লীতে রাজকীয় দরবার উপলক্ষে ঘোড়া ও গাড়ী ইত্যাদি প্রেরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে দিল্লীতে রাজকীয় দরবার উপলক্ষে ঘোটক ও গাড়ী ইত্যাদি হাবড়া হইতে দিল্লী প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন; এবং যত সংখ্যক ঘোটক ইত্যাদি পাঠাইতে যে২ তারিখে চাহেন, তাহারা অবিলম্বে হাবড়াস্থ ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারইণ্টেণ্ডের নিকট সংবাদ দেন। ইহা হইলে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইবে না, এবং কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না।

BRADFORD LESLIE.
Agent and Chief Engineer.
ব্রাডফোড, লেসলী
এজেন্ট ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার
কলিকাতা ৪ঠা নবেম্বর ১৮৭৬।


### L. V. MITRA & Co.

HOMŒOPATHIC CHEMISTS & PRACTITIONERS
1, *Upper Circular Road Calcutta.*

A large and fresh supply of Homœopathic medicines from the mother up to the 200th attenuations in tincture, triturations and globules including the new remedies and uternal medicines just from England.

Here can be also had all kinds of medicated soups and plusters, medicine cases for domestic and travelling purposes, pocket Filters, clinical Thermometres and other Medical Dispensary requisites of the best quality on moderate terms.

### IMPERIAL ASSEMBLAGE.

*For sale at Delhi.*

A roony Palkee Garry Calcutta made in first rate order with a pair of handsome chestnutmares, 14 hands, fast tratters and very quiet, with a set of harness

Price of turnout Rs. 1,200

Also a very fast chestnut waler gelding E. C. Braud 15½ high, 8 years old, a first rate saddle and Buggy horse has been used as a charger.

Price Rs. 800.

Apply to A. B. care of Post Master.
Allahabad.

শব্দসার মহানিধি অভিধান। সংস্কৃতে এবং বাঙ্গলা শব্দের বাঙ্গলা অর্থ, ধাতু, প্রত্যয়, সমাস প্রভৃতি এবং তাহার ইংরাজী অর্থ সহিত ১২০০ পৃষ্ঠায় শেষ মূল্য ডাক মাসুল সহিত কাপড়ের বাঁধাই (৮৲ টাকা) বিলাতি বাঁধাই (১০ টাকা) ইহা ৭। ৮ বৎসরের পর শেষ হইয়াছে, এবং ছাত্র, উকিল, হাকিম ইত্যাদির বিশেষ উপকারী। (Introductory English Grammar with Bengali Explanation) মাইনার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের উপকারী শ্রীযুক্ত বাবু সারদা প্রসাদ বিশ্বাস দ্বারা প্রণীত—মূল্য—৷৵০।

এই ঠিকানায় পাইবেন কলিকাতা, কলেজষ্ট্রিট নং ৩২ শ্রীরাধিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় কোং পুস্তকালয়।

| | মূল্য | ডাক মাশুল |
|---|---|---|
| হোমিওপেথিক ঔষধ গুণ সংগ্রহ | | |
| (মেটিরিয়া মেডিকা) | ১।০ | ৵০ |
| ঐ প্রথম চিকিৎসা | ৷৵০ | /০ |

এই পুস্তক গৃহস্থ ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী, ১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রিট শ্রীবিহারিলাল বসুর নিকট পাওয়া যায়।

### নিষ্কর ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক

১৮৭৬ সালের ৭ আইন।

মূল্য .....৷৵০ মাশুল.....৷০

কলিকাতা চিৎপুর রোড়। ৩১৯ নং বটতলা। শ্রীনৃত্যলাল শীল।


## সংবাদ।

—লালগোলার দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি আমাদিগকে এই সম্বাদটী উপহার প্রদান করিয়াছেন। রাজসাহী জেলার অন্তঃর্গত নবাবগঞ্জ গ্রামের এক জন মুসলমানের স্ত্রী ছয়টি সন্তান প্রসব করে। প্রসব হওয়া মাত্র ইহার চারিটির মৃত্যু হয়। আর দুইটি জীবিত আছে।

—তুর্কিদের উপর ইংরাজ সাধারণের পূর্ব্বে যে শত্রু ভাব ছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে মিত্র ভাব ধারণ করিতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা তুরস্কদিগকে নৃশংস ও অত্যাচারী বলিয়া তিরস্কার করিতেছিলেন তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে তুরস্কদিগের প্রতিই অন্যায় করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রধান সংবাদ পত্র টাইমস গ্লাডষ্টনকে এই বলিয়া নিন্দা করিতেছেন যে সাধারণের উক্তিতে তিনি কেন যোগ দেন।

—ফারাসিস কৃষি বিভাগীয় মন্ত্রী এই উপদেশ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে কৃষকেরা যেন কখন শেজাক হত্যা না করে। শেজাক কৃষি কার্য্যের অপকারক নহে বরং ইহা দ্বারা কৃষি কার্য্যের বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। ইন্দুর নেঙ্গটে ইন্দুর প্রভৃতি কৃষি কার্য্যের বিস্তর অনিষ্ট করে এবং শেজাক এই সমুদয়ের বধ করিয়া আহার করিয়া থাকে। ভেকও যেন কেহ কখন বধ না করে, বেঙ্গ প্রতি ঘণ্টায় ২০ হইতে ৩০ টি পতঙ্গ আহার করে। এবং পতঙ্গের ন্যায় কৃষি কার্য্যের আর শত্রু নাই, ছুঁচও কৃষি কার্য্যের বিস্তর সাহায্য করে ছুঁচতে বিস্তর কীট নষ্ট করে সুতরাং কোন কৃষক যেন এ কৃষি কার্য্যের এই পরোপকারীকে নষ্ট না করে। কীট পতঙ্গে কৃষি কার্য্যের সর্ব্বনাশ করে। ইহারা বৎসর বৎসর সহস্র লোকের অন্ন ধ্বংশ করে। এবং কৃষি কার্য্যের এই পরম অনিষ্টকারীকে কেবল পাখিতে নষ্ট করিতে পারে। কৃষি মন্ত্রী এই রূপ উপদেশ দিয়া বালকগণকে পক্ষী ডিম্ব ও শাবক নষ্ট করিতে বারণ করিয়াছেন। শেজাকেতে কৃষি কার্য্যের অনিষ্ট করে এ দেশের লোকের সে বিশ্বাস নাই তবে ইহাতে মানকচুও অন্যান্য তরকারীর অনিষ্ট করিয়া থাকে। এ দেশের কৃষকদের বিশ্বাস যে ভেকে নবাঙ্কুরিত বীজের অঙ্কুর সমুদয় আহার করিয়া থাকে। ছুঁচর সঙ্গে কৃষি কার্য্যের ভাল মন্দ যে কিছু সম্বন্ধ আছে লোকে তাহা জানেও না। আমাদের দেশে কীটে বটে কৃষি কার্য্যের বিস্তর অনিষ্ট করিয়া থাকে কিন্তু গবাদির উৎপীড়নে এ দেশের কৃষি কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করে।

—প্রোফেসার ওয়েষ্ট ব্রুক সাহেব মদ্য পান করা দোষ এই সম্বন্ধীয় একটী বক্তৃতা আমেরিকার কতক গুলি লোকের সম্মুখে দিতে ছিলেন, ইতি মধ্যে তিনি অজ্ঞান হইয়া এক খানি ধুমা কলের গাড়ির সম্মুখে পড়িয়া গেলেন এবং গাড়ি তাঁহার উপর দিয়া যাওয়াতে তিনি মরিয়া গেলেন। ওয়েষ্টব্রুক মদ খাইয়া মদের দোষ বিষয়ক বক্তৃতা দিতে ছিলেন।

—ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট টাঁকশালে পয়সা প্রস্তুতের আজ্ঞা প্রদান করেন সম্প্রতি ৬০ লক্ষ টাকার রৌপ্যের আমদানি হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট টাকা প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এখন পূর্ব্ব অপেক্ষা টাঁকশালে অধিক টাকা প্রস্তুত হইতেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েক স্থান হইতে সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি জেলার কলেক্টর রাজ কর্ম্মচারির বেতন প্রদান ও অন্যান্য ব্যয়ের সময় এখন টাকা দিতেছেন, পূর্ব্বের ন্যায় নোট ব্যবহার করিতেছেন না এবং এই নিমিত্ত মফস্বলে নোট এক রূপ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাই মান্দ্রাজে যেরূপ দিন দিন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব তাহাতে বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের আবার টাঁকশালে পয়সা প্রস্তুতের আজ্ঞা দিতে হইবে।

—দিল্লীতে যে ইম্পিরিয়েল সভা হইবে তাহা চিত্র করিবার নিমিত্ত বল প্রিন্সেফ নামক এক জন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাকে ষ্টেট সেক্রেটরি বিলাত হইতে পাঠাইতেছেন। এই চিত্র করিবার নিমিত্ত তিনি এক লক্ষ টাকা পাইবেন। দিল্লীর দরবারে কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা এখন প্রকাশ হয় নাই। অনেকে অনুমান করিতেছেন ইহাতে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এ টাকার যে অনেক অপব্যয় হইবে তাহার ভুল নাই এবং যে রাজ্য ঋণ ভারে ভারাক্রান্ত এবং যে দেশে বার মাস দুর্ভিক্ষ সে দেশের পক্ষে এরূপ অপব্যয় করা সভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে ভারি কলঙ্কের বিষয় তাহারও ভুল নাই তথাচ যদি এই ৬০ লক্ষ টাকা এদেশের মধ্যে এই উপলক্ষে পর্য্যবসিত হইত তাহা হইলে দেশের কতক মঙ্গল হইত কিন্তু দিল্লীতে চিত্রকর বাজিকর, ঘোড় দৌড় আমোদ আহ্লাদ যত হইবে তাহার অধিকাংশ ইংরাজদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে সুতরাং গুবর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে যদি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন এই সুযোগে ইংলণ্ড অম্লান তাহার ৪০ লক্ষ টাকা আহরণ করিবেন।

—দিল্লী দরবারে দেশ বিদেশ হইতে প্রধান প্রধান লোক আসিতেছে। এখানে কাসগরের আমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তাহার দূত উপস্থিত হইবেন। লোকে দুই উপায়ে পদ ও ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে এক বিদ্যা ও বাহু বল দ্বারা অপর ধন সম্পত্তির পরিচয় দিয়া। ইংরাজেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া বাহু বলের পরিচয় প্রদান করা ক্রমে বিস্মৃত হইতেছেন। যে ভারতবর্ষ আর্য্য জাতির এই রূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে, মুসলমানদিগের দুরাবস্থার শেষ করিয়াছে সেখানে ইংরাজেরা আসিয়া যে সমভাবে টিকিয়া থাকিবেন তাহা কোন মতে সম্ভব নহে। মুসলমানেরা সাত শত বৎসরে নির্ব্বীর্য্য হয় কিন্তু ইংরাজেরা দুই শত বৎসরেই এই নিবীর্য্যতার লক্ষণ দেখাইতেছেন। ইংরাজদিগের যত বীর্য্য ও ক্ষমতার খর্ব্ব হইতেছে ততই বাহ্য ড়ম্বরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। এই নিমিত্ত ডিসরেলি সাহেব কুইন বিক্টোরিয়াকে এম্প্রেস উপাধি প্রদান করিলেন আবার দিল্লীর দরবারের এই সমারোহ। ইংরাজেরা আশিয়া ও ইউরোপীয় জাতিকে বিশেষতঃ রুশদিগকে দেখাইবেন যে ভারতবর্ষের শতাধিক রাজা তাহাদের অধীন, এবং তাহাদের এত অর্থ আছে যে দিল্লী নগরে তাহারা স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিতে পারেন কিন্তু রুশেরা ইহা দেখিয়া ভয় পাইবে কি ভারতবর্ষ অধিকার নিমিত্ত তাহারা আরো দৃঢ় সঙ্কল্প হইবে, তাহা বলা যায় না। যদি ধন ও পদমর্য্যদ দেশ অধিকারের একটী প্রধান নিয়ন্তা হয় তাহা হইলে দিল্লীর দরবারে রুশদিগকে ভারতবর্ষের প্রতি আরও লোলুপ করিবে।

—দিল্লীতে যেরূপ দরবার হইবে বাঙ্গলা মান্দ্রাজে বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপ দরবার এবং আমোদ উৎসব হইবে। এই উৎসবের নিমিত্ত বাঙ্গলা দেশে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। ইহার ১৫ হাজার টাকা কলিকাতায়, ৭ হাজার ঢাকায়, ৭ হাজার পাটনায় এবং কটকে ৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

—সমুদ্রে অনেক সময় নাবিকেরা জলাভাবে প্রাণত্যাগ করিয় থাকে। সমুদ্রের জল লবণাক্ত এবং ইহা শুদ্ধ পান করা অসাধ্য নহে ইহা পান করিলে তৎক্ষণাৎ পীড়ার উদয় হয়। এই নিমিত্ত সমুদ্রে গমন কালে জাহাজে জল লইয়া যাইতে হয়। অগাধ বারিধি উপর বাস করিয়া জলাভাবে মৃত্যু এবং করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করিয়া নরক ভোগ করা কথক এক রূপ শাস্তি। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সমুদ্রের জল মিষ্ট ও পানীয় রূপে পরিণত করা যাইতে পারে। এই যন্ত্র দ্বারা সমুদ্রের জল হইতে প্রতি ঘণ্টাই ৩।৪ সের জল পরিশুদ্ধ হইতে পারে।

—দিল্লীতে লর্ড নর্থব্রুক নামক একটি হোটেল আছে, বরদার গাইকোয়াড় এই গৃহ ভাড়া লইয়াছেন। ইহার নিমিত্ত ৮ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হইবে আবার হাইদ্রাবাদ আর একটী গৃহ ভাড়া করিতেছেন তাহার নিমিত্ত ৬৫ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হইবে।

—বোম্বাইতে নিমক নামক একটী স্থানে সম্প্রতি এক জন কাবুলী নিষ্কারণে তিন জনকে অস্ত্র দ্বারা খণ্ড২ করিয়া কর্ত্তন করিয়া হত্যা এবং অপর দুই জনকে ভয়ানক রূপে আহত করিয়াছে। এই দুই জন চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা হইতেছে কিন্তু তাহাদের প্রাণ রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। কাবুলী ইন্দোর হইতে বরাবরি এক খানি অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বোম্বাই মুখে আগমন করে। নিপ্যাকে একটী ধর্ম্মশালা আছে তথায় উপরি উক্ত কয়েক জন হতভাগ্য রাত্রে অবস্থিতি করিতেছিল। কাবুলী গোপনে ধর্ম্মশালা মধ্যে রাত্রে প্রবেশ করে। গৃহস্থিত ব্যক্তিরা কাবুলিকে চোর২ বলিয়া চীৎকার করায় সে তাহাদের প্রতি অস্ত্রাঘাত করে। কাবুলীরা আমাদের দেশে গমন না করে এরূপ স্থান নাই। পূর্ব্বে তাহারা কেবল প্রধান ২ নগরে গমন করিত এখন তাহারা গ্রামে গ্রামে আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি লইয়া ফেরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথচ এ পর্য্যন্ত এ দেশে তাহারা কাহার প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিয়াছে এরূপ প্রায়ই শুনা যায় নাই আজ বৎসর কয়েক হইল বটে কলিকাতায় তাহারা এক বার গোল করে কিন্তু সেও পোলিসের অত্যাচারে। কাবুলীরা যে ভয়ানক বলবান এবং প্রয়োজন হইলে যেসকল রকম দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে তাহা তাহাদের আকার অবয়ব দেখিলে সহজেই বোধ হয় কন্তু তাহারা দ্রব্যাদি যত উচ্চ মুল্যেই বিক্রয় করুক এবং পণ্য দিব্য বিক্রয়ের সময় তাহারা যত প্রবঞ্চনাই করুক কিন্তু সচরাচর তাহাদের কার্য্য ও ব্যবহার দ্বারা বোধ হয় যে তাহারা নিরীহ আলাপি এবং ভদ্র। এমন কি অনেক সময় দেখা যায় যে প্রধান ২ উকিল মোক্তিয়ার আমলা কখন ২ প্রধান প্রধান হাকিমেরাও কাবুলীকে লইয়া আলাপ ও আমোদ করিতেছেন। কাবুলীরা গর্ব্ব করিয়া বলিতেছে যে ইংরাজেরা "তোমাদের রক্ত শোষণ করিয়া কর সংগ্রহ করিয়া আমাদের রাজ কোষে অর্থ প্রদান করিতেছে এবং যুদ্ধের নিমিত্ত স্নাইডার বন্দুক এবং অন্যান্য যুদ্ধের উপকরণ যোগাইতেছে। তোমরা আমাদিগকে অসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর কিন্তু তোমাদের রক্ত শোষণ করিয়া যাহারা হৃষ্ট পুষ্ট হইতেছে তাহাদের রক্ত আবার আমরা শোষণ করিতেছি।" অনেক সময় কাবুল যুদ্ধে ইংরাজেরা যে রূপ অপদস্থ হইয়া পলায়ন করেন তাহা বলিয়া গর্ব্ব করে এবং ইংরাজ ও রুশদিগের সঙ্গে তুলনা করিয়া আপনাদিগকে সর্ব্বোপরি উচ্চ বলিয়া অভিমান করে। কাবুলীরা যতই অসভ্যই হউক তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া বোধ হয় যে তাহারা রাজনীতি আমাদের অপেক্ষা ভাল বুঝে এবং ইংরাজেরা বিপদে পড়িয়া তাহাদিগকে যে বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা দিতেছেন তাহা লইয়া তাহারা ভারি আমোদ করিয়া থাকে।

—ইউরোপীয় তুর্কিতে খৃষ্টানের সংখ্যা ৪৫১৩০০০ এবং মুসলমানের সংখ্যা ৩৫৫০,০০০ অর্থাৎ মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টানের সংখ্যা ১০৬৩০০০ অধিক। আবার ইউরোপের সমুদয় প্রধান জাতি খৃষ্টান তথাচ শুনা যায় যে মুসলমানেরা খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচার করে। ইহাতে দুইটি তর্ক উঠিতে পারে। ইউরোপে যাহারা খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া চীৎকার করিতেছেন তাহারা মিথ্যাবাদী অথবা ইউরোপীয় খৃষ্টান অপেক্ষা মুসলমানেরা অধিক বলবান ও যোদ্ধা। অত্যাচার অত্যাচার বলিয়া যাহারা সংসার উলট পালট করিয়া তুলিয়াছেন তাহারা সত্য কি মিথ্যা বলিতেছেন তাহা আমরা জানি না কিন্তু মুসলমানের। যে অধিক বলবান সে বিষয় আমরা বিশ্বাস করি। সার্বিয়াকে রুশেরা সহায় করিতেছেন তথাচ তাহারা যুদ্ধে পরাজয় হইতেছে। ইউরোপীয় খৃষ্টানদিগের শারীরিক বল থাকিতে পারে কিন্তু মুসলমানেরা যেরূপ সহজে এক সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে খৃষ্টানদিগের মধ্যে সেটী হওয়া এক রূপ অসম্ভব। খৃষ্টানদিগের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঐহিক স্বার্থ এবং ঐহিক স্বার্থ সকলের কোন কালে এক রূপ হইতে পারে না কিন্তু মুসলমানদিগের বিধর্ম্মীর সঙ্গে যুদ্ধ শুদ্ধ ঐহিকের নিমিত্ত নহে পরকালের নিমিত্ত। আমাদের বিশ্বাস যদি সামরিক শাস্ত্রে মুসলমানেরা ইউরোপীয় খৃষ্টানদিগের ন্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে খৃষ্টানেরা ইউরোপ আসিয়া আমেরিকা ও আফ্রেরিকাতে রাজ্য করিত না, মুসলমানেরা রাজ্য করিত।

—ব্রহ্ম দেশের রাজা স্বদেশ হইতে সাত জন যুবা ইটালিতে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করিতেছেন। ব্রহ্ম দেশের রাজাকে ইংরাজেরা অসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন। গলার টুটি ধরিয়া না বসাতে পারিলে অহংকারী ইংরাজেরা কখন কাহাকে সভ্য বলিয়া স্বীকার করেন না, রুশদিগকে ইংরাজেরা পূর্ব্বে অসভ্য বলিতেন এখন অর্দ্ধ সভ্য বলিতেছেন তাহাদের আর একটু ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে বোধ হয় সভ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন যাহা হউক ব্রহ্ম রাজাকে ইংরাজেরা যত অসভ্য বলুন প্রকৃত তিনি তত অসভ্য কি নির্ব্বোধ নহেন। যাহার সম্মুখে ইংরাজ দূতের শূন্য পদে গমন করিতে হয় যত গর্ব্ব ই করুন কার্য্য দ্বারা ইংরাজদিগের তাহাকে সম্মান দেখাইতে হইয়াছে আবার ইউরোপের মধ্যে ইটালির সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া তিনি তাহার বুদ্ধির পরিচয় বিশেষ রূপ প্রদান করিয়াছেন। ইউরোপে যত জাতি আছে তাহাদের মধ্যে ইটালিবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ না হউক পরধনে তাহাদের কম লোভ। লাটিন জাতি প্রায় ধ্বংশ হইয়াছেন। গারিবল্‌ডি এই জাতিকে সজীব অবস্থায় আনিয়াছেন। দেশ বড় হইবার নিমিত্ত যত গুলি মহৎ গুণের প্রয়োজন লাটিন জাতির মধ্যে এখন সেই সমুদয় গুণ গুলি উত্তেজিত হইয়াছে। ব্রহ্ম রাজা যদি হউরোপের অন্য কোন জাতির সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে যাইতেন তাহা হইলে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক রাক্ষসের মুখে গমন করিতেন। ইটালির সঙ্গে সংস্রব রাখিলে যেই গুণে পতিত ইটালির শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ব্রহ্ম রাজার রাজ্যে ক্রমে সেই গুণের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং যদি ক্রমে রাজা স্বদেশে এই অচিন্তনীয় গুণরাশি বিকীর্ণ করিতে পারেন তবে কালে ব্রহ্মদেশে এক জন গারিবল্‌ডি জন্ম গ্রহণ করিয়া ইটালির ন্যায় ব্রহ্মদেশকে উদ্ধার করিবেন।

## প্রেরিত।

### চন্দননগর।

অনেকেরই বিশ্বাস যে চন্দননগরের রাজকীয় নিয়মাদি অতিশয় মন্দ, কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহা ইংরাজ রাজ্যাপেক্ষা যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ তাহার কোন ভুল নাই। গত শ্যামা পূজার ভাসানের দিবস আমি চন্দননগরে গিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহা আপনারও আপনার পাঠক বর্গের গোচরার্থে নিম্নে প্রকাশ করিলাম। দেখিলাম জনৈক ভদ্রলোক স্বীয় প্রতিমা নিরঞ্জনার্থে গঙ্গাতীরে নাবাইতে ছিলেন, হটাৎ জনৈক ইংরাজ যুবকের হস্তস্থিত ঘুড়ির সুতা প্রতিমার গাত্রে লাগিয়া ছিঁড়িয়া যায়, তাহাতে ঐ মহা পুরুষ স্বজাতির সভ্যতা দেখাইবার জন্য, প্রতিমাকে ভাঙ্গিয়া দেন, তাহার পর ঐ পাপাত্মা হটাৎ প্রতিমার অধিকারীকে ধাক্কা দিয়া পলায়ন করে, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় যে ক্যাপ্তেন সাহেব উপরোক্ত ঘটনা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাহারার নিযুক্ত সিপাইকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দেন। কি আশ্চর্য্য !! ঐ পাপাত্মা পুলিসে গিয়া কহে, "যে প্রতিমার অধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার ঘুড়ির সুতা ছিড়িয়া দিয়াছে।" কিন্তু অতীব সুখের বিষয় যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে ঐ সভ্য ইংরাজ মহাশয়কে ৪০ টাকা জরিমানা ও দুই সপ্তাহ শ্রীমন্দির বাস করিতে হইয়াছে। আহা! যে দেশে এরূপ ন্যায় বিচার আছে, সে দেশ কি সুখের স্থান !! যদি ইংরাজ মহাপুরুষেরা এদেশীয়দিগকে এখনও কিঞ্চিন্মাত্র সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা চক্ষু মুদিত করিয়া রাজ্য করিতে পারেন। আজ তাহা হইলে "রুসের" ভয়ে ইংরাজদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। শেষে মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাস্য যে ফ্রেঞ্চরা "ইউরোপবাসী" হইয়া কেন শাসন বিষয়ে ইংরাজ অপেক্ষা স্বতন্ত্র ?

ইতি ২৮ অক্টোবর ১৮৭৬। বশম্বদ শ্রীভোলানাথ বসু যোড়াসাঁকো

### বালকের বীরত্ব।

আমি বিশেষ প্রফুল্ল্যান্তকরণে নিম্ন লিখিত অত্যাশ্চার্য্য সংবাদটি আপনার গ্রাহক বর্গের বিদিতার্থ লেখনী ধারণ করিলাম। অতএব কৃপাবলোকন পূর্ব্বক ভবদীয় বিশ্বজন গ্রাহী পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দান করত চির বাধিত করিবেন।

জেলা বর্দ্ধমানাধীন ষ্টেসন মন্ত্রেশ্বরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ পাড়ার বঙ্গ বিদ্যালয়স্থ কতক গুলিন সমবয়স্ক বালক একত্রিত হইয়া ৺ সারদীয় পূজার বন্ধ উপলক্ষে বিগত ১৯ শে আশ্বিন বুধবার গ্রামের পূর্ব্ব মাঠে উদরী নামক জঙ্গলাকীর্ণ সরসী তটে মৃগয়ার্থ গমন করে। প্রথমতঃ কয়েকটী শৃগাল ও খরগোস যষ্টি দ্বারা বধ করিয়া পরে বালকগণ অন্যান্য পশুর অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে ছিলেন। ইত্যবসরে উক্ত জঙ্গলের মধ্য হইতে একটী ভয়ানক ব্যাঘ্র বাহির হইয়া বালকগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর চতুর্দ্দশ বয়স্ক মৃগয়া প্রিয় বাবু চুনিলাল সিংহ ও বাবু কৃষ্ণলাল সিংহকে আক্রমনোদ্যোগ করিলে তখন বালক দুইটী নিরুপায় ভাবিয়া হতাশ না হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা ব্যাঘ্রকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। এবং বালকগণের সঙ্গে যে চারিটী শিকারি কুক্কুর ছিল বালক দ্বয় ঐ কুক্কুরদিগকে ইঙ্গিত করায় প্রথমতঃ কুক্কুর চারিটী ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিল। তখন ব্যাঘ্র বালক দ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া কুক্কুর বধের অভিসন্ধি করিতেলাগিল। ইত্যবসরে উপরিউক্ত তরুণ বয়স্ক বালক দুইটী বিশেষ সাহস সহকারে ব্যাঘ্রের দুই পার্শ্ব হইতে এমত জোরের সহিত হস্তস্থিত যষ্টির দ্বারায় ব্যাঘ্রর মস্তকোপরি আঘাত করিলেন যে, ব্যাঘ্রকে তাহাতেই প্রায় ভূতলসায়ী হইতে হইয়াছিল। পরে কুক্কুরেরা চারি দিক হইতে দন্তাঘাত করিতে লাগিল। এবং মৃগয়া প্রিয় বালক দ্বয় উপর্য্যপরি যষ্টির আঘাত করায় অচিরেই ঐ ভয়ানক ব্যাঘ্রকে কাল কবলে পতিত হইতে হইল। সম্পাদক মহাশয় ব্যাঘ্রটী নিতান্ত ছোট নহে দেখিতে একটী এক বৎসর বয়স্ক গোবৎসের ন্যায়। যখন বালকগণ ব্যাঘ্রটীর মৃত দেহ আনিয়া আমার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল তখন এই তরুণ বয়স্ক বালক দ্বয়কে ও মৃত ব্যাঘ্রটিকে দেখিয়া আমার মনো মধ্যে যেরূপ বিস্ময়ের উদয় হইল তাহা মহাশয় অনায়াসেই অনুভব করিবেন। শান্তি প্রিয় বঙ্গবাসী সন্তানেরা এরূপ অসিম সাহসী হওয়া সম্বাদ পাঠে বোধ হয় ভারতবর্ষীয় কৃত বিদ্য মাত্রেই যে আনন্দনীরে নিমগ্ন হইয়া এই বালক দ্বয়কে ও ইহাদের শিক্ষক বাবু আনন্দ প্রসাদ রায় মহাশয়কে অগণ্য ধন্য বাদ দবেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ পাড়া ১৬ অক্টোবর ১৮৭৬। একান্ত বশম্বদ শ্রীবেহারীলাল বিশ্বাস

### ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা প্রণালী।

ছোট আদালতে এক জন মাত্র বিচারকের দ্বারা ২।৩ স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া ও এক জন মাত্র কেরাণীর হস্তে একটী উপবিভাগের যাবতীয় কার্য্য ন্যস্ত থাকায় কার্য্যের যে কত দূর বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট ভ্রমেও একবার দৃষ্টিপাত না করিয়া কেন ভাগ্যবান্ মাজিষ্ট্রেটদের প্রতিই সুপ্রসন্ন হইবে ? এই মিত ব্যয়িতা দোষে অল্প বেতন ভোগী কেরাণীরা দিবা রাত্র মুখে রক্ত উঠাইয়া পরিশ্রম করায় শুদ্ধ যে তাহাদের প্রতি পক্ষপাত ও এক জন মাত্র বিচারক দ্বারা ২।৩ স্থানের বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লওয়ায় শুদ্ধ যে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে এমত নহে দেশে যে কত দূর অমঙ্গল ও উপায়হীন প্রজা বর্গের যে কত দূর অনিষ্ট হইতেছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। সদরের কথার কায নাই সামান্য২ ছোট আদালতেও মাসিক মকর্দ্দমার সংখ্যা কখন২ এক শত হইতে দেড় শত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যেক ছোট আদালতের জজের উপর এককালে ২।৩ টী উপবিভাগের কার্য্য ভার বিন্যস্ত থাকায় জজ অষ্টাহের অধিক কাল কোথাও অবস্থিতি করিতে সক্ষম হন না, অষ্টাহের মধ্যে দেড় শত মকর্দ্দমার বিচার করা যে কত দূর দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটী যতই কেন দুরূহ হউক না কেন জজেরা উক্ত নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে উপস্থিত সমুদয় মকর্দ্দমার বিচার করিতে এক প্রকার বাধ্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, কারণ অবশ্য প্রতিপাল্য কোন বিশেষ কারণ বশতঃ মকর্দ্দমা মুলতুবী পড়িয়া আসিলেও যখন কৈফিয়ৎ দিতে২ প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে আর যে কোন প্রকারে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত যাবতীয় মকর্দ্দমার বিচার কার্য্য শেষ করিতে পারিলেই যখন কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট প্রশংসা ভাজন ও দক্ষ লোক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারা যায় সুবিচারই হউক আর কুবিচারই হউক গবর্ণমেণ্টের যখন তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই কার্য্য সমাধা করিতে পারিলেই যখন কর্ত্তৃপক্ষেরা সন্তুষ্ট থাকেন তখন কে না, তাহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্ন পর হইবে ? সুবিচারের জন্য কাল হরণ করিয়া কে স্বীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রস্তুত ?

এরূপ নিঃস্বার্থ লোক অতি বিরল। ছোট আদালতে যে সকল মকর্দ্দমার বিচার হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই বাদী প্রতিবাদী মহাজন ও প্রজা, মহাজনগণ প্রজাদের উপর যে কত দূর অত্যাচার ও নিষ্পীড়ন করিয়া থাকে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মহাজনেরা অনেক সময় খাতকদের নামে জাল খত পত্র প্রস্তুত করিয়া মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে ও শিক্ষিত সাক্ষির দ্বারা তৎ সমস্ত প্রমাণ করিয়া দেয়, বিচারক সময়াভাব প্রযুক্ত সত্যাসত্য নির্ব্বাচনে অক্ষম হইয়া সাক্ষীর মুখেই ডিক্রি প্রদান করেন। এই রূপ মহাজনের অত্যাচারে ও বিচারকের অবিচারে অনেক উপায় হীন প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখা যায়।

সুবিচারের আশা তো এই আবার এ আদালতের মকর্দ্দমার আপীল নাই। বিচারক যতই কেন বিদ্বান হউন না তাঁর বুদ্ধি যতই কেন অসাধারণ হউক না অসম্পূর্ণ মনুষ্য যে সর্ব্বদা ভ্রান্তি প্রবল এ কথা কে না স্বীকার করিবে ? বিশেষতঃ যে সকল কারণে অবিচার হইবার সম্ভাবনা তৎ সমস্তই ছোট আদালতে বিদ্যমান দেখিয়াও যে গবর্ণমেণ্ট কোন যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া এই নিয়মটী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সহজ বুদ্ধির অগম্য।

মেহেরপুর ১৫ই কার্ত্তিক। একান্ত বশম্বদ শ্রীজীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

—

মহাশয় পুলিষের অত্যাচারের আর অবধি নাই চোর ডাকাইত হইতে প্রজা রক্ষা করা দূরে থাকুক এই সকল রক্ষক মহাশয়েরাই ভক্ষকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। একেত এই তাহাতে আবার এমন লোক জন পুলিষের কর্ম্মচারি রূপে নির্ব্বাচিত হয় যে তাহাদেরহস্তে ধন প্রাণ নির্ভর আর ব্যাঘ্রের হস্তে জীবন নির্ভর উভয়ই সমান। এই সকল সদয় মহা প্রভুরা চোর ডাকাইতের ত মাসতিত ভাই আবার সময়ে সময়ে ইহাদের হইতেও কিঞ্চিৎ অধিক দূর গমন করিয়া থাকেন। অবসর পাইলে সতীত্ব ধর্ম্ম বিনাশ করিতেও ত্রুটি করেন না সম্প্রতি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কোন আউট পোষ্টের হেড কনেষ্টেবল মহাশয় পুড়সুড়া গ্রাম বাসী জনৈক কৈবর্ত্ত কন্যার সতীত্ব নষ্টের চেষ্টা পান কিন্তু চীৎকার শুনিয়া দুই চারি জন লোক উপস্থিত হওয়ায় কনেষ্টবল পলায়ন করে এক্ষণে হেড কনেষ্টবলের নামে মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে অভিযোগ হেয়াছে কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কিছুই বিচারিত হয় নাই যাহা হইবে তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন মহাশয় ইংরাজ রাজত্বে বাস করিয়া ও দরিদ্র প্রজাদিগের এত দুরবস্থা ধন সম্ভ্রম নাই বলিয়া কি সতীত্ব ধর্ম্ম ও রাখিবার যো থাকিবে না পুলিষের বেতন ভোগীরা যাহা ইচ্ছ তাহাই করিবেন।

জনৈক গ্রামবাসী।

শ্রীঃ—

## বিজ্ঞাপন।

এত দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সমুদয় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে যে ৭০ লক্ষ ঘর সরাবক জৈনি ধর্ম্মাবলম্বীদের শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী সম্প্রদায় আছে তাহার প্রতি ঘর হইতে মহারাজজৈনি ভাণ্ডার অন্যূন ২ টাকা করিয়া দান সংগ্রহ করিবেন। তবে যাহারা ইচ্ছা করিয়া বেশী দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সংগৃহীত অর্থ আনুমানিক আড়াই কোটী টাকা হইবে এবং উহার বার্ষিক সুদ পনোর লক্ষ টাকা হইবে। উক্ত টাকার সুদ হইতে নিম্ন লিখিত চারিটী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে এবং বোর্ডের ডাইরেকটরগণের অভিমি ও বিবেচনা মত যে সকল স্থান উপযুক্ত হইবে সেই সকল স্থানে উক্ত অনুষ্ঠান সকল স্থাপিত হইবে।

১ম—মহারাজজৈনি বিদ্যালয় সমূহ। দ্বিতীয়—মন্দির সকল জীর্ণ সংস্কার ইত্যাদি। যে যে স্থানে মন্দির নাই সেখানে নুতন মন্দির গঠন, বার্ষিক রথ যাত্রা। সমুদয় ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে স্থানে সরাবক ধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন সেই সেই স্থানে বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া যাত্রা হইবে

৩য়—মহারাজজৈনি চিকিৎসালয় সকলে ঔষধ সকল এই রূপ সুন্দর মতে প্রস্তুত করা যাইবে যে কোন হিন্দু তাহা সেবন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। ৪র্থ—দান, যথা অন্ধ, অতুর, নিরাশ্রয় বিধবা প্রভৃতিকে অর্থ দান।

উপরোক্ত ভাণ্ডারের ডাইরেক্টরগণের সকলি ভদ্রলোক। ইহারা মুকসুদাবাদ, দিল্লী, সাহরণপুর, ফরক্কানগর, গোয়ালিয়র, জয়পুর, আমেদাবাদ, আজমীর, বোম্বাই, ইন্দোর, কলিকাতা প্রভৃতি সকল স্থানে বাস কনে রন

লালা দয়ারাম দাস
সরাবক চৌধুরী।
ফাষ্ট জেনারেল ম্যানেজীং ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারি, মহারাজ জৈনি ভাণ্ডার।
মুকসুদাবাদ, দিল্লী ইত্যাদি।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

## অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

## আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্যহয়।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

---

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভ স্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ।০

বৈদ্যজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মুল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মুল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

---

## সুলভ! সুলভ! অতি সুলভ!

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা বিলাত হইতে বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, বারুদ প্রভৃতি শিকারের সকল রকম সরঞ্জম আনাইয়া অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছি, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতায় ৩২নং লাল দীঘির দক্ষিণ, ডিঃ এনঃ বিশ্বাস কোং দোকানে প্রাপ্ত হইবে।

---

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর।

রাজকীয় প্রাণীবাটিক। উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.....।০
মঙ্গলবার.....।০
বুধবার.....কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবন।
বৃহস্পতিবার.....।০
শুক্রবার.....।০
শনিবার.....।০
রবিবার.....॥০

ছিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল। রে প্রেবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গ্রহিতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গ্রহিতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফ্রি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোর্ট অর্থাৎ বিলাসতরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ স্বপরিবারে গাড়ি নিয়া ফ্রিঃ অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

---

## নীল নীল নীল!

আমাদিগের হাটে নীল বটিকা বিক্রয় হয়। যাঁহারা অপরাপর স্থানে বিক্রয় করেন তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহারা একবার আমাদিগের হস্তে অর্দ্ধেক ও অপরের হস্তে অর্দ্ধেক মাল দিয়া বিক্রয়ের তারতম্য বুঝিবেন। আর আমরা উচ্চ দরে বেচিতে পারিলে পরে যেন আর অপরকে দেন না। হাট খরচা টাকা শত করা এক টাকা ও বাকস এক টাকা।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত এণ্ড কোং
২৭ নং পলকষ্ট্রীট কলিকাতা। (৬)

---

খোসকবলায় বিক্রয়।

জেলা নদিয়ার সব ডিবিসন মেহেরপুরের অন্তর্গত সিবিলগঞ্জ নামক সম্পত্তি খোসকবলায় বিক্রয় হইবে। এই সম্পত্তি পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনের ২২ বাইশ মাইল পশ্চিমে স্থিত।

এই সম্পত্তির সালীয়ানা লাভ ১৮০০০ আঠার হাজার টাকা এবং উহাতে মালিকের ষোল আনা স্বত্ব আছে। মুল্যবান পত্তনি, মোকররী ও ইজারা স্বত্ব আছে। ঐ সম্পত্তির অন্তর্গত একটি গঞ্জ অর্থাৎ দেশ জানিত বাজার আছে এবং একটী নুতন বড় পাকা দোতালা বসত বাটী আছে। ইহার সম্বন্ধীয় বহুতর বাহিরের ঘর ও বাগান আছে। সম্পত্তির অন্তর্গত গ্রাম গুলি একটী চাকলা অর্থাৎ চকের মধ্যে স্থিত। উপরোক্ত বসত বাটীর চতুর্দ্দিক এরূপ ভাবে স্থিত যে সম্পত্তির কোন অংশ বসত বাটীর ৪ ক্রোশ অর্থাৎ ৮ মাইলের অধিক দূরে নহে। সম্পত্তিটি সরিকি বিষয় নহে, বিক্রেতা তাহার এক মাত্র মালিক এবং তাহাতে তাহার উপরোক্ত প্রকারের ষোল আনা স্বত্ব আছে। বিক্রেতা বিলাত গমন করিবেন বিধায় সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছু হইয়াছেন। গ্রহণেচ্ছুক মহোদয়গণ স্বয়ং অথবা আপন আপন কারপরদাজ পাঠাইয়া ৺পূজার ছুটীর পরই উক্ত সম্পত্তি ও তৎ সম্বন্ধীয় দলিল দস্তাবেজ ও অন্যান্য কাগজ পত্র দৃষ্টি করিতে পারেন।

যাঁহারা দৃষ্টি করিতে আগমন করিবেন তাঁহারা সিবিলগঞ্জের বাজারে উত্তম বাসা ঘর ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারেন। সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অপরাপর বিশেষ বিবরণ নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট লিখিলে জানিতে পারেন।

মেঃ সিবল্‌ড্ সাহেব মালিক মোকাম সিবলগঞ্জ ডাক ঘর মেহেরপুর অথবা বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ঠিকানা।

---

আলায়ান্স স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড।

সিল্‌ক্ অর্থাৎ রেসম বিভাগ।

এত দ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, অর্ডার পাইলে আমরা যে কোন প্রকার রেসমের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। বিবিধ প্রকার দ্রব্য আমাদের নিকট মজুত আছে। সেলাই করিবার রেসমের সূতা আছে। উক্ত কোম্পানির প্রধান আফিশ ৭ নং চার্চ্চ গেট, বোম্বাই। তাহাদের কলিকাতার এজেণ্ট মেসর্স এন নেসুয়ানজি এণ্ড কোং, ৪৪ নং ইজারা ষ্ট্রিট। অন্যান্য বিষয় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের নিকট বোম্বাইয়ে লিখিলে জানিতে পারিবেন।

তাপিদাস ব্রজদাস এণ্ড কোং।
সেক্রেটারি ও ট্রেজারার।

---

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজর আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথরায়দ্বারা প্রকাশিত হয়।